NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিশেষ

গম্ভীরই কি হচ্ছেন ভারতের ক্রিকেট কোচ? ৮

কলকাতা ৩০ মে ২০২৪ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.5.2024, Vol.17, Issue No. 347, 8 Pages, Price 3.00

ভাঙড়ে শুভেন্দুর সভা বাতিল করল পুলিশ

পাল্টা চ্যালেঞ্জ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ে শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা শেষ মুহূর্তে বাতিল করেছে পুলিশ। বুধবার সেই সভা বাতিলের চিঠি হাতে নিয়েই পুলিশকে পাল্টা আক্রমণ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। একই সঙ্গে প্রশাসনকে তাঁর চ্যালেঞ্জ; অন্যায় ভাবে এই সভা বাতিলের জবাব তিনি দেবেন ৪ তারিখের পরে। ভাঙড়ের যে মাঠে বুধবার সভা করার কথা ছিল তাঁর, ভোটে জিতে সেই মাঠেই পাল্টা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সভা করবেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, সেই সভা পুলিশও আটকাতে পারবে না। কারণ, প্রয়োজনে তিনি আদালতের কাছ থেকে সভার অনুমতি নেবেন।

বুধবার শুভেন্দুর সভা ছিল যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ভাঙড়ের একটি স্কুলের মাঠে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, নিয়ম মেনে সভার অনুমতি গত ২৬ মে নেওয়া হয়েছিল তাঁর দলের তরফে। রাজ্য পুলিশের যে সুবিধা অ্যাপে এই ধরনের সভা বা মিছিলের অনুমোদন নিতে হয়, সেই অ্যাপের মাধ্যমেই অনুমতি চাওয়া হয়। পুলিশের তরফেও এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি তোলা হয়নি। এমনকি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যখন সভার মঞ্চ এবং প্যান্ডেল বাঁধার কাজ প্রায় শেষের পথে তখন পুলিশ জানতেও চায়নি, সভা কাদের। অবশেষে বুধবার বেলা ১১ টা নাগাদ পুলিশের তরফে একটি চিঠি দিয়ে জানানো হয়, ভাঙড়ে বিজেপির ওই সভা করা যাবে না। এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছেন শুভেন্দু।

ভাঙড়ের মাঠে তিনি শাসক তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, 'আগামী ১ তারিখ যে ভোট হবে তা ডু অর ডাই ভোট হবে। আইনকে হাতে তোলা হবে না। আমাদের প্রত্যেক কর্মী এবং তৃণমূল ছাড়া যে বিরোধীরা আছে, তাদের বলব সবাই এক হয়ে ভোটাররা এবং এজেন্টরা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলুন। শুরু করুন সকালবেলা। যাতে আমরা প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে পারি। আগে ভোটদান পরে জলপান। আপনাদের বলে যাচ্ছি এই মাঠেই ৪ তারিখের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সভা করব আমরা। পুলিশ যদি বাধা দেয়, তবে আদালতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসব।'

বুধবার সভার মাঠেই একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখানেই রাজ্য পুলিশকে আক্রমণ করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'পুলিশ এমন সময়ে আমাদের সভা বাতিল করেছে, যখন আমাদের হাতে আর কোনও বিকল্প নেই। আর কারণ হিসাবে তারা জানিয়েছে, এই সভাস্থলের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূলের সভা হচ্ছে।' পুলিশের ওই চিঠি হাতে নিয়ে শুভেন্দুর প্রশ্ন, 'আমি এই এলাকায় এক দিক দিয়ে এলাম, আমাদের দলের লোকজনও অন্য দিক দিয়ে এল, কোথাও কোনও সভার নামগন্ধ কিচ্ছু নেই। ১০০ মিটারের মধ্যে সভা হলে তো মাইকের শব্দ শোনা যাবে, তেমন কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে কি? মমতা ব্যানার্জির পুলিশ কতটা চিটিংবাজ এবং মিথ্যাবাদী এই ঘটনাই তার প্রমাণ।'

কাকদ্বীপ থেকে আগামী পাঁচ বছরের ভারত নির্মাণের ডাক দিলেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদক, মথুরাপুর: লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকায়েতের সমর্থনে বুধবার সকালে কাকদ্বীপের স্টেডিয়াম মাঠে শুরু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজয় সংকল্প সভা হয়। এদিনের বিজয় সংকল্প সভায় মানুষের ঢল নামে। ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর, মধুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অশোক পুরকাইত, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববি, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডা অশোক কান্ডারী-সহ দলীয় নেতৃত্বরা। এই রাজ্যে মোট ২৪টি সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার ছিল রাজ্যে মোদির শেষ সভা। বিজয় সংকল্প সভা মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'এই রাজ্যে আমার এটা শেষ সভা। এরপর ওডিশায় ও আজ পঞ্জাবে সভা করে এবারের ২০২৪-র নির্বাচনের প্রচার শেষ হবে। পরশু সাইক্লোনের জন্য এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। মঞ্চ তৈরি করতে অসুবিধা ছিল। তার ফলে এখানে সভার জায়গা প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা এখানে সভা করার যে সাহস দেখিয়েছেন আর এত কম সময়ের মধ্যে এত বড় জনসভা করার আমি আপনাদের প্রণাম জানাই। আর মানুষ নেতৃত্ব দিলে তবেই এই কাজ করা সম্ভব। সেই সঙ্গে প্রণাম জানাই পবিত্র গঙ্গাসাগরকে। আর এত মানুষের উপস্থিতি, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস বলে দিচ্ছে বিজেপির বিজয় নিশ্চিত হতে চলেছে। গতকাল কলকাতায় রোড শো তে এত মানুষের স্নেহ আশীর্বাদ পেয়েছি। সেটা আমি কোনওদিন ভুলতে পারবো না। এর জন্য আমি কলকাতাবাসীকে ও ধন্যবাদ জানাই।'

তিনি আরও বলেন, '২০২৪ সালের নির্বাচনটা একটু আলাদা ধরনের। এই নির্বাচনটা দেশের রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক নেতার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন জনতার নির্বাচন। কারণ, দশ বছরের বিকাশ যাত্রা মানুষ দেখেছেন। আর ৬০ বছরের দুর্গতি ও মানুষ দেখেছেন। আগে দেশের কোটি কোটি গরিব মানুষের জীবনের মূল সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। প্রায়শই না খেয়ে মরার খবর পাওয়া যেত। মহিলাদের খোলা জায়গায় শৌচ করতে যেতে হত। পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। ১৮ হাজারের বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। পরিবারবাদের রাজনীতিতে কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু তখন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বা সমস্যা সমাধানের কোনও চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকদের এত দক্ষতা, এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমরা পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সেই ভারত আজ এগিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্ব সেটা দেখছে। আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান- সহ সারা বিশ্বে ভারতের ডঙ্কা বাজছে। আপনাদের একটি ভোটের শক্তিতে এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। আপনাদের একটি ভোট মোদিকে মজবুত করেছে। আর মোদির মজবুত সরকার দুনিয়ায় ভারতের পতাকা ছড়িয়ে দিয়েছে। এই শক্তি মোদির নয় এই শক্তি আপনাদের একটা ভোটের।'

পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, 'দশ বছরে ৪ কোটি গরিবের পাকা ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১২ কোটির বেশি ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর নিশ্চিত ভারত নির্মাণের, নির্ণয়ের ভূমিকা পালন করা হবে। আর সেই কাজ শুরু হবে ৪ঠা জুন থেকে।'

উত্তর কলকাতায় মিছিল শেষে সুদীপ-কুণালকে নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতায় মিছিল শেষ করে সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নেতা কুণাল ঘোষের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাদা করে কথা বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন বিশেষ নির্দেশও। সুদীপের সমর্থনে বুধবার শ্যামবাজার থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রা করেন মমতা। সেই মিছিল শেষের পরেই ডেকে নেন কুণালকে। সামনেই ছিলেন সুদীপও। মমতার সঙ্গে এই দু'জনকে কয়েক মিনিট কথা বলতে দেখা যায়। তার পর গাড়িতে উঠে ডায়মন্ড হারবারের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। দলের অন্দরে ওই দুই নেতার মধ্যে 'বিবাদ' কারও অজানা নয়। মনে করা হচ্ছে, দু'জনের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে সেই ক্ষততেও খানিক প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করলেন সর্বময় নেত্রী।

মঙ্গলবার কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে রুটে মিছিল করেছিলেন, বুধবার মমতার মিছিলও ছিল সেই রুটেই। স্বামীজির বাড়ির সামনে মিছিল শেষ করে তাঁর মূর্তিতে মালা পরিয়ে দেন মমতা। গাড়িতে ওঠার সময় দলনেত্রীর দিকে এগিয়ে যান সুদীপ। তাঁকে দেখে মমতা বলে ওঠেন, 'কুণাল কই?' দিদি ডাকছেন শুনে এগিয়ে আসেন গাড়ির সামনে। এর পরেই সুদীপ এবং কুণালের সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথা হয় মমতার। তৃণমূল সূত্রে খবর, দুই নেতার উদ্দেশেই মমতা বলেন, 'কলকাতা উত্তরের আসনটি জিততে হবে আমাদের। তোমরা সেটা দেখে নিও।' জিততে হলে কী কী করণীয়, এর পর কুণাল সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যা শুনে সুদীপ এবং মমতা, দু'জনেই ঘাড় নেড়েছেন বলে খবর তৃণমূল সূত্রে।

মমতা, কুণাল, সুদীপের কয়েক মিনিটের এই বাক্যালাপ বর্তমানে বাংলার রাজনীতিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, গত কয়েক মাস ধরে কলকাতা উত্তর তৃণমূলকে চিন্তায় রেখেছে। প্রকাশ্যেই প্রার্থী সুদীপের বিরোধিতা করে মুখ খুলেছেন কুণাল। তাঁর এবং সুদীপের 'মধুর' সম্পর্কের কথা কারও অজানা নেই। এমনকি, বরাহনগরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের তৃণমূল ত্যাগের নেপথ্যেও অন্যতম কারণ সুদীপের সঙ্গে মনোমালিন্য। ফলে দলের অন্দরের 'দ্বন্দ্ব' প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

শওকতের পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: মঙ্গলবার মধ্যরাতে সিবিআই নোটিস গিয়েছে তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার কাছে। বুধবার সকালেই হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল তাঁকে। তবে এদিন নিজাম প্যালেসে নয়, শওকত মোল্লাকে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভামঞ্চে। আর সেখানে পাশে ডেকে শওকতের পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করতে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমোকে। মঞ্চে মাইক্রোফোন হাতে নিয়েই মমতা বলেন, 'শওকত মোল্লাকে আমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি। ও দিল দিয়ে কাজ করে।' সভার শেষেও পাশে ডেকে আনেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ককে। শেষ দফায় যে এলাকাগুলিতে ভোট রয়েছে, সেখানে শওকতের ভূমিকা অনেকটাই বেশি। যাদবপুর থেকে জয়নগর, সব কেন্দ্রের প্রার্থীদের জন্যই কাজ করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এদিন যাদবপুরের প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনেই এই জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মঞ্চে দেখা যায় শওকতকে। এদিন ভোটের কাজের কথা বলেই সিবিআই দপ্তরে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন শওকত মোল্লা। আর এই সিবিআই নোটিস নিয়েও মঞ্চ থেকে এদিন রীতিমতো সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের শেষে তিনি হাত ধরে পাশে নিয়ে আসেন শওকতকে। কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'বেচারা শওকতের মতো একটা ছেলেকেও মধ্যরাতে নোটিস পাঠিয়েছে, ভাবুন।' আর এক তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীকেও তলব করা হয়েছে, সে কথাও এদিন উল্লেখ করেছেন মমতা। এই ইস্যুতে সুর চড়িয়ে মমতা বলেন, 'লজ্জা করে না! ইডি, সিবিআই অফিসারদের বলব সারাজীবন মোদিবাবু থাকবেন না। দেবরাজকেও নোটিস পাঠিয়েছে। ভোটের প্রচারের মাঝে এগুলো করা যায় না।' উল্লেখ্য, কয়লা পাচার মামলায় একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে শওকতকে। হাজিরাও দিয়েছেন তিনি।

সেটিং হয়ে গিয়েছে দমদমে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১ জুন তথা শনিবার শেষ দফায় ভোট দেবেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের ভোটাররা। জোর প্রচার চালাচ্ছেন তিন প্রার্থী। হ্যাটট্রিক করা সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে লড়েন বামেদের প্রথম সারির নেতা সুজন চক্রবর্তী। অন্যদিকে, তৃণমূল থেকে আসা শীলভদ্র দত্তের ওপর ভরসা রেখেছে পদ্ম শিবির। সেই ভোটের মাত্র তিন দিন আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, দমদম কেন্দ্র নিয়ে সিপিএম ও বিজেপির মধ্যে 'সেটিং' হয়েছে, এমন কথা তাঁর কানে এসেছে। বুধবার যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনে বারুইপুরে ছিল একটি জনসভা। সেখানে বক্তব্য রাখার সময়ই এমন অভিযোগ তোলেন মমতা। তিনি দাবি করেন, লোকসভা ও বিধানসভায় কার ভোট কারা পাবে, সেই সমঝোতা হয়ে গিয়েছে বাম ও পদ্ম শিবিরের মধ্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট পাবেন বামেরা আর বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের ভোট পাবে বিজেপি- এমনটাই নাকি ঠিক হয়েছে দুই দলের মধ্যে। এ কথা শুনে দমদমের সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন, দমদমে এসে কেন এ কথা বললেন না মমতা। তিনি বলেন, 'দমদমে এতগুলো সভা করলেন সেখানে তো বলেননি। হঠাৎ যাদবপুরে গিয়ে বলতে হচ্ছে কেন। এর পিছনে কোনও গভীর অঙ্ক আছে নাকি!' তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট ফেল।' সুজন মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাম জমানায় রাজ্যে খাতা খুলতে পারেনি বিজেপি। তাঁর কথায়, তৃণমূলের বদান্যতায় বিজেপি এখন খাতা খুলতে শুরু করেছে।

মোদির সাধনা নিয়ে খোঁচা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ধ্যানে বসেছিলেন কেদারনাথে। সেবার প্রচার শেষের পরও দিনভর সোশাল মিডিয়া এবং সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয়েছিল তাঁর সেই ধ্যানের বিভিন্ন মুহূর্ত। বিরোধীরা অভিযোগ করেন, উনিশে প্রধানমন্ত্রীর সেই ধ্যান ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলেছে। ২০২৪ লোকসভার প্রচারের শেষেও একই ভাবে ধ্যানে বসবেন প্রধানমন্ত্রী। এবার ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারীতে। সেটা নিয়েই মোদিকে বিঁধলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার প্রশ্ন, ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরা নিয়ে করে? বারুইপুরের এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি আর থাকবেন না মোদিবাবু। আপনার মেয়াদ ৪ তারিখ পর্যন্ত। বরং আপনি গিয়ে ধ্যান করুন। ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরা নিয়ে ধ্যান করে?' মমতার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর এই ধ্যানের ব্যাপারটা পুরোটাই দেখনদারি। তিনি বলছেন, 'প্রত্যেকবার যেদিন শেষ নির্বাচন তার আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে। আর দেখায় ধ্যান করছেন। পুরো জায়গাটা এয়ার কন্ডিশন বানিয়ে নেয়।'এর পর সরাসরি মোদিকে কটাক্ষ, 'উনি নাকি ঈশ্বরের দূত। তাই যদি হয়, লোকে ওনার ধ্যান করবে। ওনার তো ধ্যান করার প্রয়োজন নেই।'

ফের ফিরেছে অস্বস্তি,তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় রেমাল তাণ্ডব চালিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। তার জেরে টানা দু'দিন ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। তবে তার পরেই ফিরেছে ভ্যাপসা গরম। মঙ্গলবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। গরমের অস্বস্তি ফিরেছে আবার। তবে দক্ষিণবঙ্গে আবার বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শেষ দফার ভোটের দিন বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণে। ভিজতে পারে ভোটগণনার দিনটিও।

আগামী ১ জুন দেশ জুড়ে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ হবে। সেই দফায় ভোট রয়েছে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনার বেশির ভাগ কেন্দ্রে। এর পর আগামী ৪ জুন ভোটগণনা হবে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১ তারিখ অর্থাৎ শনিবার থেকে পর পর চার দিনই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বুধবার যে বুলেটিন প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে ওই দু'দিনই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে দু'দিনই হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি চলছে। ঘূর্ণিঝড় উত্তর দিকে সরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ায় তার প্রভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতেও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙেও। বুধ থেকে শুক্র মালদহ, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও শনিবার এবং রবিবার ভিজবে এই তিন জেলাও।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নিম্নচাপ অক্ষরেখার কারণেই উত্তরবঙ্গের এই বৃষ্টি। সেই সঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় কেরলে বর্ষা ঢোকার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা কবে ঢুকবে, এখনই স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না আবহবিদেরা। তবে সাধারণত বাংলায় বর্ষা ঢোকে জুনের প্রথম সপ্তাহে। দেশের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা ঢোকার পরেই এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলতে পারবে হাওয়া অফিস।

দেশে তাপমাত্রার রেকর্ড করল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: বুধবার দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছল ৫২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও বটে। ভারতীয় মৌসম ভবন জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মুঙ্গেশপুরের স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্রে বুধবার এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মুঙ্গেশপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৯.৯ ডিগ্রি। বুধবার তা ৫০ ডিগ্রি ছাপিয়ে গেল। বুধবার দুপুরে গনগনে আঁচে পুড়লেও বিকেলে রাজধানীতে বেশ কিছু ক্ষণ মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমেছে। উল্লেখ্য, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে দহনজ্বালা। গরমে হাঁসফাঁস করছে দিল্লি। এপ্রিল থেকেই তাপপ্রবাহ চলেছে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে। গত কয়েক দিন ধরেই তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে পড়েছে দিল্লি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকছে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। হাওয়া অফিস সর্তকবার্তা জারি করে জানিয়েছিল, এই কয়েক দিন রাজধানীর বেশির ভাগ এলাকায় গরম বৃদ্ধি পাবে। বুধবার দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৪৬ ডিগ্রির কাছাকাছি। তবে বেলা বাড়তে দেখা গেল তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি পেরিয়ে গিয়েছে। শুধু দিল্লি নয়, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশেই তাপপ্রবাহ চলতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওডিশা, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাতের বিস্তীর্ণ অংশে। দিল্লির সব স্কুলকে ৩০ জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি বাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গরমে বাতানুকূল যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যুতেও টান পড়েছে দিল্লিতে। সেখানে বিদ্যুতের চাহিদাও তুঙ্গে। তাপপ্রবাহ পরিস্থিতিতে মূলত বয়স্ক এবং শিশুদের সাবধানে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। দুপুরে যথাসম্ভব বাড়িতে থাকা, বেশি করে ওআরএস জাতীয় পানীয় খাওয়া, কাটা ফল বা অতিরিক্ত তেলমশলা দেওয়া খাবার না খাওয়ার উপরে জোর দিচ্ছেন তাঁরা।

উত্তর কলকাতায় লড়াই ৩ প্রাক্তন সহকর্মীর

শুভাশিস বিশ্বাস

উত্তর কলকাতায় এবার প্রাক্তন সহকর্মীদের লড়াই। তবে গত কয়েক মাসে যেন হঠাৎ-ই বদলে গিয়েছে উত্তর কলকাতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বিদায়ী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে জয়ের পথ এবার মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পথের কাঁটা একদা তাঁরই সঙ্গী তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন লড়াইয়ের সামনে সুদীপ। ওদিকে ছায়াযুদ্ধ মোদি-মমতারও। যা ধরা পড়ছে নির্বাচনী প্রচারে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে কলকাতা উত্তর লোকসভার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে তা জোড়াফুলেরই দখলে। এই লোকসভার মধ্যে পড়ে ৬০টি ওয়ার্ড। গত পুরনির্বাচনে এর মধ্যে মাত্র তিনটিতে জিতেছে বিজেপি। একটিতে জয় পায় কংগ্রেস। বাকি সবকটি তৃণমূলের। এই লোকসভার অন্তর্গত চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর-বেলগাছিয়া এই সাতটি বিধানসভার সবকটি তৃণমূলের দখলে। শুধুমাত্র মানিকতলা কেন্দ্রের বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পর আইনি জটিলতার কারণে উপনির্বাচন হয়নি। অর্থাৎ যাবতীয় পরিসংখ্যান বলছে ২০২৪-এর নির্বাচনে তৃণমূলের জয় নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কারণ নেই। এছাড়াও ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান বলছে, সেবার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ভোট পেয়ে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিন্‌হাকে হারান তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদীপ পেয়েছিলেন ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৯১ ভোট। সেখানে রাহুল পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৯৬ ভোট। পেয়েছিলেন সাড়ে ৩৬ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস আলাদা লড়েছিল। তাদের ভোট যোগ করলে হয় ৯৭ হাজার। যা প্রদত্ত ভোটের ১০ শতাংশ। সেই জায়গা থেকে নিজের জয় নিয়ে সুদীপের সামান্যতম চিন্তা থাকা উচিত নয়। তবে ২০২৪-এ বাস্তবে ছবিটা বোধহয় একটু হলেও আলাদা। এক অদ্ভুত রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সামনে কলকাতা উত্তর। কোথাও যেন তৈরি হয়েছে এক রাজনৈতিক গোলকধাঁধা। সেখানে বারবার একটা শব্দই ঘোরাফেরা করছে এলাকাবাসীর মুখে। তা হল 'অন্তর্ঘাত'। কারণ 'যুব' ও 'মাদার'- তৃণমূলের এর মধ্যে যে এক অলিখিত লড়াই রয়েছে তা বড্ড প্রকট কলকাতা উত্তরে।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhash Nayak S/o. Shambhu Nayak ও Subhas Nayak S/o. S. Nayak উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৫/২৪, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ২৩৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Debashri Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarun Kumar Banerjee ও Tarun Banerjee ও Tarun Kr. Banerjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Gobinda Pramanick S/o. Gostha Behari Pramanick ও Gobinda Pramanik S/o. G. Pramanik উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Syamal Chakrabarti S/o. Amal Kumar Chakraborty ও Shyamal Chakraborty S/o. A. Kr. Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Tinku Nath S/o. Arun Nath ও Tinku Kr. Nath S/o. A. K. Nath উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Abul Hassan Md Nayeemuddin S/o. Abul Basar Md. Rafiuddin ও Abul Hassan Md Naimuddin S/o. Lt. A. B. Md Rafiuddin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে মে। বৃহস্পতি বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarnapriyo Bhattacharjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subhrangshu Bhattacharjee ও Subharangshu Bhattacharjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipika Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Aloke Nanda Dey ও A. Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Ghosh Gopal Chandra Ghosh ও Subhas Ch Ghosh S/o. G. Ch. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Chandan Mitra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Harihar Mitra ও Lt. H. Mitra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Supriya Bhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bishnupada Bhar ও B. Bhar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৪৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Kumar Pal S/o. Basudeb Pal ও Samir Pal S/o. Basudeb Pal সাং তারকেশ্বর, হুগলী উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৪৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Banerjee S/o. Shibram Banerjee ও Dilip Kr. Banerjee S/o. S. Banerjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sipra Roy (old name) W/o. Nitai Roy R/o. 85, N. D. Bose Lane, Konnagar, Uttarpara, Hooghly-712235, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shipra Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sipra Roy & Shipra Roy W/o. Nitai Roy উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তরনামা

১)মায়া সিংহরায়, পিতা- ত্রিপুরারী সিংহরায়, সাং- খিদিরপুর, পো:- বেথুয়াডহরি, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৬, **২) নিলীমা সিংহরায়**, স্বামী- সুনীল সিংহরায়, সাং- ১৭ নং হাজারাপাড়া (বেলুড়), পো: ও থানা- বালী, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০১, **৩) লতিকা সিংহরায়**, স্বামী- বলাই সিংহরায়, সাং- দশদ্রোন, পো:- রাজারহাট গোপালপুর, থানা- বাগুইহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০ ১৩৬, **৪) স্মৃতিকন্যা সিংহরায়**, স্বামী- অংশুমান সিংহরায়, সাং ও পো:- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫। বিগত ইং-০৬/১১/১৫ তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ৪ নং বহির ০২০৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (সনৎ সিংহরায়, পিতা- "খগেন্দ্রনাথ সিংহরায়, সাং- খন্যান রায় পাড়া, পো:- খন্যান, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী- ৭১২ ১৪৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি ১১৯০/২৪ নং পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর সাবরেজিস্ট্রী অফিসে দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা- হুগলী, থানা- পান্ডুয়া, মৌজা- খন্যান, জেল.এল.- ১২৯, এল.আর, খতিয়ান- ১৫৭৩, ৭৩৬৩, ৭৩৫৭, ৭৩৫৮, ৭৩৫৯, ৭৩৬০ নং এল.আর, দাগ নং- ৩৩৯৭ ও ৩৪০৩ দুটি দাগে মোট ১৭৩০ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে

ইতি-
সনৎ সিংহরায়

Change of Name

I, **SUDHAKAR** S/O-Sri Ramprasad, by occupation- Civic Volunteer, resident of Nimpura, P.O.-Nimpura, P.S. Kharagpur (T), District- Paschim Medinipur hereby declare that I have changed my name to **NEYYALA SUDHAKAR**. I shall be known as **NEYYALA SUDHAKAR** for all future purposes vide affidavit no.2327/13 dated 21/05/2024 Before the Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur. That **NEYYALA SUDHAKAR** and **SUDHAKAR** is one and same identical person i.e. myself.

নাম পরিবর্তন

আমি, নিকিতা আগরওয়াল, ডি/ও মনোজ কুমার আগরওয়াল, 132, বোসেপুকুর রোড, পূর্ব পাড়া, কসবা, কলকাতা-700107-এ বসবাসকারী এখন থেকে নিকিতা আগরওয়াল হিসাবে পরিচিত হব যা Ld-এর সামনে ঘোষণা করা হয়েছে। আলিপুরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণীর, হলফনামা নং 10026 তারিখে 22 মে 2024 তারিখে নিকিতা আগরওয়াল এবং নিকিতা মোর উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NOTICE

I, hereby certify that Saravan Singh is my client and he intents to fide nomination as a candidate to 18 Basirhat, North 24 Parganas West Bengal and I also hereby mentain due details at pending case against Saravan Singh.

Criminal Case: (Not convicted)
Case No: Sonarpur P.S. Case No. 1705/2018
Status of Case: Pending
Section: 506/509/34 I.P.C.
Pending Case: Baruipur Sub divisional Case.

E.No. WB 248/2011
Mob: 9831786369
Sujit Manna (Advocate)
Mob. 9831786369
21.05.2024

SITUATION VACANT

Vivekananda B.Ed & D.El.Ed College, Murshidabad

Applications are invited for the Post of Asst. Prof. D.El.Ed Section: Method: Math-1 English-1, Science-1, Music-1, Geography-1 as per NCTE norms. Apply within 7 days
vbdcollege@gmail.com
M-9800503334

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

কোর্স শেষ হলে ছাড়তে হবে হস্টেল, জানাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোর্স শেষ হলে আর হস্টেল দখল করে বসে থাকতে পারবে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত সিনিয়র 'দাদারা'। পড়াশুনা শেষ হলেই তার সাত দিনের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে বাড়ি। এবার এমনই এক বার্তা দেওয়া হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে একেবারে এক সুস্পষ্ট নির্দেশিকার মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত, গতবছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুতে তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য রাজনীতি। অভিযোগ উঠেছিল র‍্যাগিংয়ের জেরে মৃত্যু হয়েছিল ওই পড়ুয়ার। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুতে বারবার অভিযোগ উঠেছিল 'সিনিয়র দাদাদের' বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পর একাধিকবার সিনিয়রদের পড়াশুনা শেষ হয়ে গেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হস্টেল ছাড়ার কথা বললেও সেই নির্দেশ তোয়াক্কা করেননি সিনিয়র ছাত্ররা। তবে এবার নতুন বর্ষ যখন শুরু হচ্ছে তখনই বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল গবেষণার কাজ শেষ হলে বড়জোড় একমাস। আর পড়াশোনা শেষ হলে সাতদিন, এর বেশি আর কেউ হস্টেল দখল করে থাকতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, পড়াশুনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও হস্টেল দখল করে থেকে যাওয়া পড়ুয়াদের থাকার ঘটনা শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, রাজ্যের আরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসে। তার মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। গত বছর যখন যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল সেই সময়ই বারবার অভিযুক্ত হিসাবে নাম উঠে আসে সিনিয়র পড়ুয়াদের।

ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসাবে ভাস্কর গুপ্ত পদে আসার পরই কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত পাশ করা হয়।

এবার লড়াই তিন প্রাক্তন সহকর্মীর

প্রথম পাতার পর...

এদিকে আরও বড় একটা ফ্যাক্টর হলেন তাপস রায়। যিনি লোকসভা নির্বাচনের আগে জোড়াফুল থেকে পদ্ম শিবিরে পা রাখেন। তৃণমূলের বহুযুদ্ধের নায়ক। ফলে তাঁর এই দলত্যাগ একটা বড় প্রভাব ফেলবে উত্তরের রাজনীতিতে এটা অনস্বীকার্য। সঙ্গে 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা। সেখানেও অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। এই ওয়ার্ড থেকে সুদীপের লিড পাওয়া কার্যত অসম্ভব।' লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে একটা বিশেষ ওয়ার্ড হয়তো তেমন প্রভাব ফেলবে না ঠিকই, তবে এই ঘটনা কোথাও একটা একটা সিঁদুরে মেঘের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন অনেকে। ফলে সব মিলিয়ে এবার কলকাতা উত্তরে সুদীপের পক্ষে অঙ্কটা নিশ্চিতভাবে মেলানো যাবে কিনা তা নিয়ে বড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে সুদীপ-তাপসের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেস সমঝোতা করে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যকে। এই দু'জনের থেকে বয়সে এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় কিছুটা হলেও প্রবীণ বাম-কংগ্রেসের প্রার্থী। ইন্দিরা গান্ধির অভিভাবকত্বে রাজনীতিতে আসা প্রদীপ ভট্টাচার্যের এবারের পণ তৃণমূল-বিজেপির ভোটব্যাংককে থাবা বসিয়ে বাম-কংগ্রেসের সুদিন ফিরিয়ে আনা। তাঁর সমর্থনে প্রচার করতে দেখা গেছে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকেও। প্রচারে বেরিয়ে স্পষ্ট বক্তা বিমান বসু জানান, 'আমরা যেটা চাইছি, তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী মানুষের কাছে আবেদন করতে। যাঁরা বিজেপি বা তৃণমূল করেন, তাঁরা তো আমাদের দিকে আসবেন না। কিন্তু যে সাধারণ মানুষ বিজেপি এবং তৃণমূলকে সমর্থন করেন তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা এগিয়ে আসুন। আমরা রাজ্যকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই। রাজ্যে যে অনাচার, ব্যাভিচার বাসা বেঁধেছে তা ভাঙতে চাই। দিল্লির সরকার মানুষের মধ্যে যে বিরোধ-বিভেদ তৈরি করছে তা ভাঙতে চাই।'

উত্তর কলকাতার রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে রয়েছে আরও এক বড় ফ্যাক্টর, তা হল এর জনবিন্যাস। কলকাতার উত্তরের জনবিন্যাস একেবারেই মিশ্রিত। এখানে হিন্দু বাঙালির পাশাপাশি বিহারি, মাড়োয়ারি অর্থাৎ বাংলার বাইরের মানুষজনের বসবাস রয়েছে। সেই সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ। এছাড়া কোনও কোনও এলাকা মুসলিম, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের গড়। ফলে মিশ্র জনবসতিই এখানকার বিশেষত্ব। এই সংখ্যালঘু ভোট নিঃসন্দেহে একটা বড় ফ্যাক্টর উত্তর কলকাতার রাজনীতিতে।

এদিকে বিজেপিও মরিয়া এ আসন পেতে। তাপস রায়ের প্রেস্টিজ ফাইট তো বটেই। আর বিজেপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের দাবি, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির থেকে সাড়ে ১৩ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। তাই এবার ৭ শতাংশ ভোট বিজেপির দিকে সুইং হলেই কেল্লাফতে। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের থেকে ৫-৬ শতাংশ, আর জোট প্রার্থীর থেকে ২-৩ শতাংশ ভোট বিজেপির দিকে এলেই 'খেলা' ঘুরে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে রোড শো যথেষ্ট ভোট সুইং করাবে বলেও মনে করছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি জেতার জন্য তৃণমূলের অন্তর্ঘাতের দিকেই মূলত তাকিয়ে বিজেপি। কারণ এখানে বিজেপির সেই পর্যায়ের সংগঠন এখনও তৈরি হয়নি। এদিকে মোদিকে টেক্কা দিতে পথে নেমেছেন তৃণমূল সুপ্রিমোও। বহু ব্যবহারেও তাঁর সম্পর্কে 'আমি তোমাদেরই মেয়ে' কথাটা এখনও যে ক্লিশে হয়ে যায়নি তা তাঁর র‍্যালিতেই স্পষ্ট। কারণ, এই র‍্যালিতে নজরে এসেছে রাস্তার দুধারে ভিড়। মহিলাদের উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টা। এককথায় বাঁধ না মানা আবেগ। রৌদ্রতপ্ত দুপুরেও তাঁকে ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়নি একবারও। দু'টি সভা বা র‍্যালির মাঝে পথের ধারে তৈরি অস্থায়ী তাঁবুতে বসে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিতে দেখা গেছে দলীয় নেতাদের। আর গাড়িতে ওঠার আগে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বার্তা, 'আপনাদের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।'

সেমিনার ও প্রেস কনফারেন্স

কলকাতা: বুধবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল মুসলিম এসোসিয়েশনের সেমিনার ও প্রেস কনফারেন্স। সরকার ও সমাজকে বার্তা দিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে প্রশ্ন করা হয় ন্যায় ও মানবিক যুক্তির কাছে, ধর্ম নয়,আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে সংবিধানসম্মত সংশোধনের কি কোনও সুযোগ আছে? কোথাও কি কোনও বৈধতা আছে? বাস্তবে স্বাধীনতার এতদিন পরে দেশে কোনও জাতি বা শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের কি কোনও প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, প্রকৃত অনগ্রসর আরও কিছু মানুষ কেন দূরে থাকে ইত্যাদি।

বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে থাকা তৃণমূল ও সিপিএম অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সপ্তম দফার নির্বাচন। বাংলার নয় আসনে ভোট। তালিকায় রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রও। এবার সেই যাদবপুরের একটি বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে থাকা তৃণমূল ও সিপিএমের অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় বন্ধ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থাকতে পারে না। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে সেই নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলা উচিত বললেও পরে সেই মন্তব্য থেকে সরে আসেন বিচারপতি এবং সেগুলিকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। বিচারপতি রাই এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় এ নির্দেশও দেন, ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে ওই বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনওভাবেই অস্থায়ী পার্টি অফিস থাকা চলবে না।

উল্লেখ্য, যাদবপুরের দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে একটি বুথ রয়েছে। সেই বুথের কাছেই তৃণমূল ও সিপিএমের অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় রয়েছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এলাকার বিজেপি নেতা ধীমান কুণ্ডু। তাঁর আশঙ্কা, যেহেতু বুথের কাছেই ওই অস্থায়ী কার্যালয়, ফলে সেখান থেকে ভোটে প্রভাবিত করা হতে পারে। তাই অবিলম্বে ওই অস্থায়ী কার্যালয়গুলি যাতে ভেঙে ফেলা হয়, সেই আর্জিই তিনি জানান আদালতে। মামলার শুনানি চলাকালীন প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় জানান, দ্রুত ওই নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলা উচিত কমিশনের। যদিও সে কথায় কমিশনের আইনজীবী জানান, কমিশন কোনও নির্মাণ ভেঙে ফেলার কাজ করে না। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এটি করতে পারেন। যদিও আদালত পরবর্তী সময়ে, নির্মাণগুলি ভাঙার বদলে তৃণমূল ও সিপিএমের ওই অস্থায়ী পার্টি অফিসগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করছে তৃণমূল, অভিযোগ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইভিএম কারচুপি বিতর্কের মাঝে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, সরকারি প্রকল্পের আড়ালে সরকারি ক্যাম্পে মহিলাদের ফোন জোগাড় করে রাখে তৃণমূল। এরপর সেখান থেকে ফোন নম্বর নিয়ে মহিলাদের তথ্য হাতানোর অভিযোগ তুললেন সুকান্ত। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে যে তথ্য গুলো, ফোন নম্বর, আধার কার্ড, ব্যক্তিগত যাবতীয় তথ্য চলে যাচ্ছে তৃণমূলের কাছে। তা চলে যাচ্ছে আই প্যাকের কাছে।' আর এখানেই সুকান্তর প্রশ্ন, 'আগামী দিনে এই সন্দেশখালির মতো মহিলাদের নম্বর নিয়ে তৃণমূলের নেতারা মহিলাদের বিরক্ত করবে না, বা কুপ্রস্তাব দেবে না, তার গ্যারান্টি কে নেবে?' এরপর তিনি আরও এক পা এগিয়ে জানান, তাঁর ধারনা আগামী দিনে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এসে পড়ে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে আনার ঘটনাও। তৃণমূল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এটা দাবি করেছিল, রেখা পাত্র স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। আর সে দাবি করতে গিয়ে রেখা পাত্রের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল।

ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বারুইপুরের প্রচার সভা থেকে বেরিয়ে হেলিকপ্টারে তিনি ঘূর্ণিঝড় রিমালের ক্ষয়ক্ষতি আকাশপথে পরিদর্শন করেন। রিমাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার অঞ্চল দিয়ে বয়ে গিয়েছে। সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ-সহ একাধিক জায়গায় ঝড়ে ভালো প্রভাব পড়েছে। নষ্ট হয়েছে জমির ফসল। ভেঙে পড়েছে গাছপালা, মাটির বাড়ি ঘর। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত পর্যালোচনা এখনো চলছে। তার মাঝেই নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার হল হকিকত খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রথযাত্রার আগেই দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী রথযাত্রার আগেই দিঘায় নব নির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। মন্দির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরীর আদলে দিঘায় তৈরি জগন্নাথ মন্দির গত এপ্রিল মাসে উদ্বোধন হওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা এবং আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকায় থমকে যায় মন্দির উদ্বোধনের কাজ। সম্প্রতি, লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। ভোট শেষ হলেই মন্দিরের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনে সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও মন্দির উদ্বোধনের নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ সরকারিভাবে এখনও জানানো হয়নি।

বাংলাদেশ সাংসদের খুনে অভিযুক্তকে ধরতে নেপালে নজর সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: বাংলাদেশের সাংসদ হত্যাকাণ্ডে এখনও অধরা মাস্টারমাইন্ড আখতারুজ্জামান। ধরা পড়েনি কসাইকে সাহায্যকারী সিয়ামও। সূত্রের খবর, তার খোঁজেই নেপালে যেতে পারে সিআইডি। আখতারুজ্জামান শাহিন সম্পর্কে যেটুকু জানা যাচ্ছে তাতে তিনি বাংলাদেশের সাংসদের বাল্যবন্ধু বলেই জানা গেছে। আদতে তিনি আমেরিকার নাগরিক। নিউটাউনের অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাটটি গত ২০১৮ সালে ভাড়া নেন আখতারুজ্জামান। সেখানেই সম্ভবত খুন করা হয় সাংসদকে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, খুনের পরই দেশ ছাড়েন আখতারুজ্জামান। তাঁর খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত, প্রথমে কলকাতা থেকে নেপালে যান। সেখান থেকে পালিয়ে আখতারুজ্জামান দুবাই কিংবা আমেরিকাতেও গা ঢাকা দিতে

পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেক অভিযুক্ত সিয়ামও সম্ভবত নেপালে চলে গিয়েছে বলেই অনুমান। সিয়াম কোন রুটে পালিয়ে গিয়েছে, তা জানতেই নেপালে পাড়ি দিতে পারেন সিআইডি আধিকারিকরা।

এদিকে মঙ্গলবার তল্লাশি চালিয়ে নিউটাউনে আবাসনের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের টুকরো করা মাংস ও চুল উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। প্রতিটি মাংসের টুকরো ছিল ৭০ থেকে ১০০ গ্রাম। পেশায় কসাই আন্দাজে মাংস কেটে তার সঙ্গে থাকা ছোট ওজনযন্ত্রে কয়েকটি মাংসের টুকরো ওজন করে দেখেও নিয়েছিল বলেই জানা গিয়েছে। মাংসের গায়ে মাখানো ছিল হলুদ। এবার চলছে রক্তের চিহ্নের সন্ধান। দেহটি কেটে টুকরো টুকরো করার পর বাথরুমে ধুয়ে ফেলা রক্ত নিকাশি পাইপ দিয়ে গিয়েছিল। তাই রক্তের চিহ্ন পেতে বুধবার নিউটাউনের অভিজাত আবাসনের নিকাশি পাইপ খুলে পুলিশের সঙ্গে সন্ধান চালান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা।

নির্বাচনী ফলে সন্তুষ্ট-না হলে ইভিএম পরীক্ষার আবেদন করতে পারবেন প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইভিএম কারচুপি বিতর্কের মাঝেই নয়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। ভোটের ফল প্রকাশের পর ইভিএম পরীক্ষার আবেদন করতে পারবেন প্রার্থী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা প্রার্থীরা এই আবেদন করতে পারবেন কমিশনের কাছে। এর জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ও অভিযোগের বয়ান জমা দিতে হবে নির্বাচন কমিশনের কাছে। যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে টাকা ফেরত দেবে কমিশন। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের কারণ, লোকসভা নির্বাচনের শেষ লগ্নে ফের শুরু হয়েছে ইভিএম নিয়ে বিতর্ক। শাসক এবং বিরোধী দুই তরফ থেকেই বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতারা ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন। আর তারই প্রেক্ষিতে এমনই এক সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেল কমিশনকে।

ভোট রাজনীতিতে ইভিএম নিয়ে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বারংবার অভিযোগ উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টেও মামলা হয়েছে ইভিএম হ্যাকিং বা কারচুপি নিয়ে। শীর্ষ আদালতে সেই মামলা খারিজ হয়ে গেলেও রাজনৈতিক দলগুলির ইভিএম নিয়ে এই অভিযোগ নিরসন করতেই এবার বড় পদক্ষেপ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। প্রসঙ্গত, ইভিএমের ক্ষেত্রে সেমি-কন্ডাক্টর যন্ত্রটি পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়, ইভিএম ট্যাম্পারিং বা ইভিএমে কারচুপি হয়েছে কিনা। নির্বাচন কমিশন আগে বারংবার দাবি করেছে, ইভিএমে কোনওভাবে ট্যাম্পারিং করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিরোধীরা যেভাবে অভিযোগ তুলছে, তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে বিরূপ ধারণা তৈরি হচ্ছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতেই ইভিএম পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যে দু'জন প্রার্থী থাকবে, তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

সিবিআইয়ের তলব এড়ালেন শওকত-দেবরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের আর এক দফা ভোট বাকি। শেষ দফায় ভোট রয়েছে যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার, জয়নগরের মতো কেন্দ্রগুলিতে। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে সিবিআই দপ্তরে ডাক পড়ল তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার। সিবিআই সূত্রে খবর, কয়লা পাচার মামলার তদন্তে তলব করা হয় তাঁকে। মঙ্গলবার রাতেই নোটিস যায় তাঁর কাছে। এদিকে সূত্রে খবর মিলেছে এই নোটিসে সাড়া দেননি তৃণমূল নেতা। রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সংস্থা আগেও শওকতকে তলব করেছে। হাজিরাও দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, কয়লা-কাণ্ডে যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তাঁদের দেওয়া তথ্য সূত্র থেকেই শওকতের নাম উঠে এসেছে। তবে এবার ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের ঘাড়ে গুরুদায়িত্ব। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীন ও লাগোয়া লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে তৃণমূলের ভরসা এখন শওকতই। আর প্রচারপর্বে সব কেন্দ্রে প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার করছেন শওকতই। তাই নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি। এদিকে বুধবারই বারুইপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জনসভা ছিল। সেই মঞ্চেই এদিন উপস্থিত হন শওকত।

এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা খতিয়ে দেখতে চান, আসানসোলের কয়লা খনি থেকে অবৈধ ভাবে তোলা কয়লা নাকি পাঠানো হত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ইট ভাটায়। তার সঙ্গে শওকতের কোনও যোগ ছিল কি না।

এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই দপ্তরে এবার ডাক পড়েছে যুব তৃণমূলের দাপুটে নেতা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তীরও। বুধবারই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় সিবিআইয়ের দপ্তরে। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার বিকেলেই একটি নোটিস পাঠানো হয় যুব তৃণমূলের নেতার কাছে। তবে নির্বাচনের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে এদিনের এই তলব এড়ান দেবরাজ।

উল্লেখ্য, দেবরাজ চক্রবর্তী হলেন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক অদিতি মুন্সীর স্বামী। এর আগেও একাধিকবার উত্তর ২৪ পরগনার যুব তৃণমূল নেতা দেবরাজকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। হাজিরাও দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই মুখোমুখি হয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার চোখা চোখা প্রশ্নের। তবে এবার নির্বাচন পর্বের মধ্যেই ২৪ ঘণ্টার নোটিসে তলব করা হল দেবরাজকে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই এই যুব তৃণমূল নেতা কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজরে রয়েছেন। গত বছরের নভেম্বরে দেবরাজের দু'টি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। এমনকী একটি বাড়ির দোতলায় তৃণমূলের তারকা বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্টুডিও রয়েছে, সেখানেও তল্লাশি চালানো হয় বলে খবর। যদিও বাড়িতে তল্লাশি প্রসঙ্গে দেবরাজ জানিয়েছিলেন, তাঁর ব্যাংকের নথিপত্র ও অন্যান্য তথ্য নিয়ে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এর আগে যখন নিজাম প্যালেসে ডাক পড়েছিল দেবরাজের, তখনও তিনি জানিয়েছিলেন এজেন্সিকে তদন্তে সহযোগিতার কথা।

(This is not an Offer Document. This is a CORRIGENDUM TO PROSPECTUS DATED MAY 24, 2024)

Associated Coaters Limited
Powder Coating and Wood Finish on Metals.

ASSOCIATED COATERS LIMITED

Corporate Identification Number: U28129WB2017PLC224001

Our Company was originally incorporated as 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' a private limited company under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies ("ROC"), Kolkata pursuant to Cer tificate of Incorporation dated December 22, 2017. The name of the company was changed from 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' to 'ASSOCIATED COATERS LIMITED'', consequent to conversion of our company from private limited company to public limited company, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company in the Extra-ordinary General Meeting held on October 24, 2023, and a fresh cer tificate of incorporation consequent to change of name was issued by ROC, Kolkata on December 19, 2023. The corporate identification number of our company is U28129WB2017PLC224001. For fur ther details please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on Page 121 of this Prospectus.

Registered Office: Ashuti Khanberia Maheshtala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola, West Bengal, India, 700141.
Telephone: +91 98304 37701 | **Email:** info@associatedcoaters.in | **Website:** www.associatedcoaters.in
Contact Person: Heenal Hitesh Rathod, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. JAGJIT SINGH DHILLON AND MS. NAVNEET KAUR

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the Equity Shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited (BSESME)."

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 4,22,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF ASSOCIATED COATERS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 510.62 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 79.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 3,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 430.76 LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.21 % AND 26.33% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- AND THE ISSUE PRICE IS 12.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI (ICDR) REGULATIONS"). IN TERMS OF RULE 19(2)(b)(i) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED, THIS IS AN ISSUE FOR AT LEAST 25% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 193 OF THE PROSPECTUS.

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 121/- PER EQUITY SHARE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED MAY 24, 2024 & THE CORRIGENDUM DATED MAY 29, 2024

The Corrigendum is with reference to the Prospectus dated May 24, 2024 filed by Associated Coaters Limited in relation to the Issue with Registrar of Companies, Kolkata on May 24, 2024 and submitted with BSE Limited ("BSE") (SME Exchange).
Attention to the Investor is drawn:

1. On Page no. 110, under chapter titled "Our Business" the table of "PRODUCT WISE DETAILS" should be read as follows:

PRODUCT WISE REVENUE

Name of Product	Year 2021-2022		Year 2022-2023		Up to December 2023	
	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%
Wood Finish Coating	13.73	9.85	32.26	8.99	20.22	5.09
PVDF Coating	-	-	-	-	113.20	28.54
Powder Coating	125.68	90.15	326.69	91.01	263.48	66.37
Total	**139.41**	**100.00**	**358.94**	**100.00**	**397.00**	**100.00**

2. On Page no. 113, under chapter titled "Our Business" the table of "REVENUE FROM TOP 5 CUSTOMERS" should be read as follows:

REVENUE FROM OUR TOP 5 CUSTOMERS

Name of Product	Year 2021-2022		Year 2022-2023		Up to December 2023	
	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%
Top 1	41.44	29.73	59.50	16.58	157.16	39.59
Top 2	26.32	18.88	91.43	25.47	72.19	18.18
Top 3	26.77	19.20	60.42	16.83	61.28	15.44
Top 4	9.86	7.08	27.82	7.75	12.60	3.17
Top 5	-	-			9.96	2.51
Sales to top 5 Customers	**104.39**	**74.89%**	**239.17**	**66.63%**	**313.19**	**78.89%**

3. On Page no. 113, under chapter titled "Our Business" the table of "PURCHASES FROM OUR TOP 5 SUPPLIERS" should be read as follows:

PURCHASES FROM OUR TOP 5 SUPPLIERS:

Particulars	31-03-2022		31-03-2023		31-12-2023	
	Amount (₹ in lakhs)	% of Total Purchase	Amount (₹ in lakhs)	% of Total Purchase	Amount (₹ in lakhs)	% of Total Purchase
Top 1	-	-	-	-	73.85	33.19%
Top 2	29.49	51.77%	70.56	39.29%	59.01	26.52%
Top 3	4.84	8.49%	22.33	12.43%	24.33	10.94%
Top 4	4.94	8.67%	8.21	4.57%	17.75	7.98%
Top 5	6.89	12.10%	5.02	2.79%	9.13	4.10%
Purchases from top 5 suppliers	**46.16**	**81.03%**	**106.12**	**59.08%**	**184.07**	**82.73%**

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
GRETEX **GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED** A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Dadar (w), Delisle Road, Delisle Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400013. **Tel No.:** +91 96532 49863 **Email:** info@gretexgroup.com **Website:** www.gretexcorporate.com **Contact Person:** Mr. Arvind Harlalka **SEBI Registration No:** INM000012177 **CIN:** L74999MH2008PLC288128	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400 093, Maharashtra, India **Telephone:** 022 - 6263 8200 **E-mail:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance E-mail:** investor@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Vinayak Morbable **SEBI Registration Number:** INR000001385	Associated Coaters Limited Powder Coating and Wood Finish on Metals. **Ms. Heenal Hitesh Rathod,** Ashuti Khanberia Maheshtala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola, West Bengal, India, 700141 **Telephone:**+919830437701 **Email:** info@associatedcoaters.in **Website:** www.associatedcoaters.in Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre- Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

For Associated Coaters Limited
Sd/-
Jagjit Singh Dhillon
Managing Director
DIN: 07980441

Place: West Bengal
Date: May 30, 2024

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 25 of the Prospectus before making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be issued and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaaz

Kothari Group
Imagine Inspire Deliver

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, ওয়েবসাইট : www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

পাবলিক নোটিস – ৯০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ৯০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে, সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত শুক্রবার ২৮ জুন ২০২৪ তারিখে সকাল ১০ টায় (আইএসটি)অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর সংস্থান এবং রুলস অধীনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং তৎসহ পঠিত এমসিএ এবং সেবি (সার্কুলারসমূহ) সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংস্থান অধীনে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম -এর নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট সেই সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) কাছে রেজিস্টার্ড আছে। উক্ত নোটিশ ও বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে **www.gillandersarbuthnot.com** এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে (**www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**) এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইটে - **www.evotingindia.com**।

ই-মেল আইডি রেজিস্টার করার/আপডেট করার পদ্ধতি :

- যে সদস্যদের কাছে বাস্তবিক পদ্ধতিতে শেয়ার আছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (**"আরটিএ"**) -এর কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করতে যাতে নোটিশ ও আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে এবং ই-ভোটিং-এর জন্য তাঁদের পরিচয়পত্রাদি লগ ইন করা যায়। প্যান, ইমেল আইডি ইত্যাদি আপডেট করার লিংক **http://www.mdpl.in**।
- ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিনভাবে কোম্পানির কাছ থেকে খবরাখবর পাওয়ার জন্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নিতে।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি :

- কোম্পানি সিডিএসএল কর্তৃক এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। যে-সব সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেবেন তাদের সংখ্যা গণনা করা হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার জন্য।
- ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগ ইন পরিচয়পত্র সদস্যরা পাবেন ই-মেল -এর মাধ্যমে, আগে তাঁরা উপরে দেওয়া পদ্ধতিতে তাঁদের ই-মেল আইডি সফলভাবে রেজিস্টার করার পরে।

এই নোটিস ইস্যু করা হচ্ছে কোম্পানির সমস্ত সদস্যের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রজত অরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ মে, ২০২৪

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: L20219WB1985PLC096557
রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ ইমেল আইডি: assamentrade1985@gmail.com ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুসারে]

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			বার্ষিক		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			বার্ষিক	
		৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২১৫.৪৯	১৮৬.৪২	১৯৮.৭৫	৭৪৩.৬৯	৬৩৬.৫২	২১৫.৯০	১৮৬.৫৪	১৯৮.৮৪	৭৪৪.৪৮	৬৩৭.১৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	৬৯.৬১	৬২.৮৪	৩৯.৮৩	২৪০.০৭	১১৮.৭৪	৬৯.৪০	৬২.৯৬	২০.৯৩	২৪০.০৭	১১৮.৯০
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	৬৯.৬১	৬২.৮৪	৩৯.৮৩	২৪০.০৭	১১৮.৭৪	৬৯.৪০	৬২.৯৬	২০.৯৩	২৪০.০৭	১১৮.৯০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	৫২.২১	৪৭.৪৮	৮২.৭৩	১৩৩.৯৪	১৪৮.৭০	৫১.৯৬	৪৭.৬০	৬৩.৮৩	১৩৩.৯০	১৪৮.৮২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	৫২.২১	৪৭.৪৮	৮২.৭৩	১৩৩.৯৪	১৪৮.৭০	৫১.৯৬	৪৭.৬০	৬৩.৮৩	১৩৩.৯০	১৪৮.৮২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	০.০০	০.০০	০.০০	৫৭৬৯.৮২	৫৬৩৩.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	৬০৭৮.৫৭	৬২১৯.৬১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৬৩	৩.৩০	৫.৭৫	৯.৩০	১০.৩২	৩.৫৬	৩.৩৩	৪.৪৪	৯.৩০	১০.৩৪
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৬৩	৩.৩০	৫.৭৫	৯.৩০	১০.৩২	৩.৫৬	৩.৩৩	৪.৪৪	৯.৩০	১০.৩৪

* সংরক্ষণের মধ্যে উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকার সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com) -তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
নিশান্ত গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317

স্থান : কানপুর
তারিখ : ২৯-০৫-২০২৪

ঊমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934
রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.umaexports.net.in; ইমেল: cs@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪৭,৮২৫.৪৮	১,৩৮,৬০৯.৮৫	১,৪৩,৪৩৩.৫১	৫০,৪৫৭.১৭	৪৯,১০৪.২২	১,৫৩,২৪৩.০৯	১,৪৮,৮২৫.৭৬	৫২,৩৪১.৫০
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৬৪৪.০৪	৮৮৯.৪৪	৩,৫৮৩.৬৩	১,১১৯.৬৫	১,০২০.১৩	১,৩০১.১৮	৩,৭১৫.৪০	১,০৭৮.৯৬
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৬০৬.৮২	৮৫২.২২	৩,৫৮৩.৬৩	১,১১৯.৬৫	৯৮২.৬৬	১,২৬৩.৭১	৩,৭১৫.৪০	১,০৭৮.৯৬
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৪১৪.৮৯	৬০৬.৬৭	২,৬৭০.৪৪	৮২৬.৮৩	৭৯০.৩৭	১,০১৭.৮০	২,৮০২.২১	৭৮৬.১৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪২৭.৩৮	৬০৭.৮০	২,৬৮২.৯৫	৮৩১.৮৫	৮০৪.১৩	১,০২৬.৩৯	২,৯১৮.৪৪	৭৯৮.৫৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	২,৪৯৮.৬৩	২,৪৯৮.৬৩	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	২,৪৯৮.৬৩	২,৪৯৮.৬৩
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	১৩,৯০৭.৪৬	-	১৩,৩২৩.৪১	-	১৫,৬১০.৫১	১৪,৬০৪.৪৪	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -								
	মৌলিক	১.২৩	১.৭৯	৭.৯০	২.৪৫	২.৩৪	৩.০১	৮.২৯	২.৩৩
	মিশ্রিত	১.২৩	১.৭৯	৭.৯০	২.৪৫	২.৩৪	৩.০১	৮.২৯	২.৩৩

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরে এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড অন্যান্য ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইটে http://www.umaexports.net/
খ) ইন্ড এএস সঙ্গতিপূর্ণ আর্থিক ফলাফল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00335016

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ মে, ২০২৪

সম্পাদকীয়

এদের মধ্যে কেউ বা শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার বা উকিল হবেন, এই অবহেলা কি এদের প্রাপ্য?

বিয়ে হোক বা জন্মদিন, যে কোনও অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে কেটারিং। খাবার পরিবেশন করার জন্য পরিপাটি, সদাহাস্য বিনম্র যুবক-যুবতী 'ভাড়া' করে নিয়ে না-আসা হলে অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায় না। বেকারত্বের জ্বালায় তরুণ-তরুণীরা কেউ পকেটমানির জন্য, কেউ পারিবারিক আর্থিক অনটন মেটাতে বাধ্য হচ্ছেন কাজ খুঁজতে। অনেককেই দেখেছি, চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তবে পারিবারিক চাপে তাঁদেরকেও কাজে নামতে হচ্ছে। রাতের দিকের কাজ পাওয়া এই সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য একটি পাওনা বটে। তাই অনেকেই কেটারিং-এর কাজে যাচ্ছেন। পারিশ্রমিক খুবই সামান্য; ১৮০ টাকা বা ২০০ টাকা পেয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তবে পদে-পদে অপমানিত হওয়াও এঁদের কাজের একটি অংশ হয়ে গিয়েছে। পরিবেশনের সময় সামান্য ভুল কিংবা দেরি হলে কথা শুনতে হয় গৃহস্বামী, কিংবা কেটারিং সংস্থার মালিক, দু'জনের কাছ থেকেই। এর সঙ্গে করতে হয় আর একটি কাজ; বিভিন্ন জায়গায় অতিথিদের রেখে যাওয়া দামি পাত্র খুঁজে নিয়ে তা পরিষ্কার করা। আমন্ত্রিতরা খেয়ালমাফিক সেগুলো হয়তো নির্দিষ্ট স্থানে রাখেন, বা ময়লা ফেলার ডাস্টবিনে! ডাস্টবিন হাতড়েই বার করতে হয় সেই পাত্রগুলো। আধ-খাওয়া মোমো কিংবা জিলিপি সরিয়ে খুঁজতে হয়, গলে যাওয়া ফুচকার নীচে ফেলে দেওয়া আইসক্রিমের বাটি সরিয়ে তবে হয়তো গেলাসটার দেখা মেলে। চিকেন পকোড়াতে কামড় দিয়ে টমেটো সস ভাল না লাগায় সেটি হয়তো কেউ হাতের উপর ফেলে চলে যাবেন। তখনও সদাহাস্য তরুণ, ঠোঁটের গোড়ায় রাখা 'সরি' বলে সেখান থেকে চলে যাবেন। এই অপমান কি তাঁদের প্রাপ্য? এঁদের মধ্যেই কেউ হয়তো শিক্ষক হবেন, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ সেনায় চাকরি করবেন, বর্ডারে শহিদ হবেন। এঁদের এতটুকু সম্মান কি আমরা করতে পারি না? আসলে আমরা আমাদের প্রত্যেকের শৈশবকে সহজেই ভুলে যেতে পারি কিংবা চাই। প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা বিগতদিনের কষ্ট ও পরিশ্রমকেও ভুলে গিয়ে বর্তমানের আনন্দে গা ভাসিয়ে মাতোয়ারা হতেই বেশি ভালোবাসি।

আনন্দকথা

"দেখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিচ্ছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত — আফিমের মৌতাত ধরেছিল — ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!" (সকলের হাস্য)

মাস্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, 'ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইহার দিকে মন পড়িয়া থাকে — কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে! মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার জো নাই, এখানে আসতেই হবে!" এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনষ্টি করিতে লাগিলেন যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মাস্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জগমোহন ডালমিয়া

১৯৪০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়ার জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পরেশ রাওয়ালের জন্মদিন।*

নিকষিত হেম(চন্দ্র)

শান্তনু রায়

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে বাঙালি-মানসে ও বঙ্গসাহিত্যেও জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্দীপনা সঞ্চারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি সোচ্চার হওয়ায় বিবিধ বাস্তব অসুবিধা ও বিপদ হেতু কবি সাহিত্যিকরা রূপকের মাধ্যমেই সাহিত্যে দেশানুরাগ প্রকাশ করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। মধুসূদনের অনুসারী হেমচন্দ্রও পৌরানিক কাহিনীর রূপকের মোড়কে স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের মহিমা প্রকাশ করলেন বৃত্রসংহার মহাকাব্যে মধ্য দিয়ে। হিন্দুপুরাণ এবং তাদের মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যে মধ্যেও কবির হিন্দুজাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র অবশ্য চিরকাল বিশ্বাস করতেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে।

হিন্দু কলেজে বিদ্যাসাগরের সহপাঠী অধ্যাপক সুপণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮২৫) উনিশ শতকের মধ্যভাগে কিছুকাল কোলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে বাস করেছিলেন। সেসময় একদিন চরম আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত স্থানীয় এক ভদ্রমহিলা কিশোর সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর কাছে ঐ সন্তানের একটা চাকরির সংস্থান করে দেবার প্রার্থনা নিয়ে। কিন্তু কিশোরকে দেখে শিক্ষাব্রতী প্রসন্নকুমারের মনে কোন কারণে অন্য চিন্তার উদয় হওয়ায় তিনি ছেলেটিকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার মনোবাসনায় নিজেই তার শিক্ষার ভার নিলেন। তাঁর এ সহৃদয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে তখনই চাকরি নাহলেও ছেলেটির জীবনের ভিন্ন অভিমুখ সেদিনই স্থির হয়ে গিয়েছিল। সুপন্ডিত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর তত্ত্বাবধানে মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছেলেটি বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারন দক্ষতা অর্জন করে এবং তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের ২য় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন পনের বছর বয়সে। এভাবেই যাত্রা হল শুরু এদেশের এক অস্থির সময়ের-আরও নির্দিষ্ট করে বললে নবজাগৃতির অন্যতম প্রধান কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দময়ীর জেষ্ঠ্য সন্তান হেমচন্দ্রের জন্ম হুগলি জেলার রাজবলহাটের গুলিটা বা গুলাটিয়ায় মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে ১৮৩৮ এর ১৭ইএপ্রিল। কৈলাশচন্দ্র আর্থিকভাবে শ্বশুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। হেমচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ রাজবলহাটের গ্রাম্য পাঠশালায় হলেও ন'বছর বয়সে মায়ের সাথে চলে আসেন কোলকাতার খিদিরপুরে মাতুলালয়ে- ভর্তি হলেন স্থানীয় পাঠশালায়। কিন্তু রাজচন্দ্রের মৃত্যুতে প্রবল অভাব অনটনে বিপর্যস্ত সংসারে হেমচন্দ্রের একটি চাকুরির খুব প্রয়োজন হলেও ঘটনাচক্রে প্রাপ্তি শিক্ষানুরাগী প্রসন্নকুমারের সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান ।

হেমচন্দ্রের বাল্যকাল যেমন কঠিন প্রতিকুলতায় কাটে তেমনই জীবনের অন্তিমপর্বও অতীব দুঃখময় যদিও মধ্যবর্তীতে নিজের মেধা মনন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে একদা খ্যাতি প্রতিপত্তির মধ্যগগনে বিরাজ করেছেন। ১৮৫৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় (এন্ট্রান্স) প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে ১৮৫৫সালে ভবানীপুরবাসী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কামিনীদেবীর সাথে হেমচন্দ্রের বিবাহ হলেও তাঁর বিদ্যাচর্চায় কোন অবহেলা ঘটেনি। ১৮৫৯ সালে আর্থিক অনটনে স্নাতকের শেষ বছরে কলেজ ছেড়ে পরিবারের অর্থকষ্ট লাঘবে কেরানীর চাকরি নিলেন মিলিটারি অডিটার জেনারেলের অফিসে । কিন্তু অধ্যয়নের প্রতি তাঁর অদম্য স্পৃহার জন্যই তিনি ঐ বছরেই বিএ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পর অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা ট্রেনিং স্কুলে (মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিশন) প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। ১৮৬০এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এল এল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ন হলে শিক্ষকতা ছেড়ে একশ টাকা মাসিক বেতনে প্রথমে শ্রীরামপুর ও পরে হাওড়ায় তিনি মুন্সেফের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যদিও পরের বছর তিনি মুন্সেফের চাকরি ছেড়ে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। সে সময়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক মাত্র তেইশ বছরের হেমচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার প্রথম প্রকাশ ঘটে চিন্তাতরঙ্গিনী (১৮৬১) কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। ১৮৬৬ তে তিনি বি এল পাশ করেন। ক্রমে তাঁর পসার ও নামডাক দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯০ সাল নাগাদ সরকারি আইনজীবি হন অচিরেই তাঁকে সরকারি সিনিয়র প্লীডারের পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু সাথে সাথেই চলছিল তাঁর কাব্যচর্চা। বস্তুত আইন ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা আর সাহিত্যকর্ম ছিল নেশা আচার্য কৃষ্ণকমলের প্রয়াসে ১৮৬৩ সালে 'চিন্তাতরঙ্গিনী' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হলেও কবির এক গভীর বেদনাবোধের পটভূমিকায় রচিত এ কাব্য তেমন রসোত্তীর্ন হয়নি। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত বীরবাহু কাব্যনাটকে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত কবির রচনাকুশলতায় রাবনপুত্র বীরবাহুর বীর্যবত্তা সাহসিকতা ও দেশপ্রেম সুপ্রস্ফুটিত যদিও সে উপাখ্যানটি-হেমচন্দ্রের নিজের কথায়ই- আদ্যোপান্ত কাল্পনিক। ১৮৬২ তে নিদর্শন তত্ত্ব নামে একটি আইন গ্রন্থের অনুবাদ ও ১৮৬৮ তে প্রকাশিত উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের 'টেমপেস্ট' কবিতা অবলম্বনে 'নলিনী-বসন্ত' হেমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন হলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি মধুসূদনের তিরোধানের দু'বছর পর ১৮৭৫এ প্রকাশিত বৃত্রসংহার এর ১ম খণ্ড ও ১৮৭৭এ প্রকাশিত ২য় খণ্ড।বস্তুত হেমচন্দ্রের মহাকবি অভিধাপ্রাপ্তি এই মহাকাব্যের জন্যই এবং 'মেঘনাদবধে'র পর 'বৃত্রসংহার'ই দ্বিতীয় মহাকাব্যের মর্যাদা অর্জন করেছে। এই মহাকাব্যে মাধ্যমে একটা পৌরাণিক কাহিনীর আবহের আড়ালে যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটা অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বিজয়কেই হেমচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের যথার্থ উত্তরসুরী হিসেবে স্মরণীয় হলেও সমকালে মধুসূদনের 'মেঘদনাদ বধ' কাব্য অপেক্ষা কোন কোন নিরিখে উৎকৃষ্ট হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে বাঙালি-মানসে ও বঙ্গসাহিত্যেও জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্দীপনা সঞ্চারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি সোচ্চার হওয়ায় বিবিধ বাস্তব অসুবিধা ও বিপদ হেতু কবি সাহিত্যিকরা রূপকের মাধ্যমেই সাহিত্যে দেশানুরাগ প্রকাশ করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। মধুসূদনের অনুসারী হেমচন্দ্রও পৌরানিক কাহিনীর রূপকের মোড়কে স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের মহিমা প্রকাশ করলেন বৃত্রসংহার মহাকাব্যে মধ্য দিয়ে। হিন্দুপুরাণ এবং তাদের মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যে মধ্যেও কবির হিন্দুজাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র অবশ্য চিরকাল বিশ্বাস করতেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে। বাংলাকে তিনি এমন একটি ভূমি হিসেবে কল্পনা করতেন যেখানে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে। তাঁর রোম্যান্টিক মানসিকতা যা অনেকক্ষেত্রে ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হলেও গীতিকবিতায় বা লিরিক রচনায় তুলনামূলকভাবে তাঁর অধিক সাফল্যর কারণ শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় — 'বাঙ্গালি যাহা চায় হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে'। তবে ঈশ্বরগুপ্তের ভাবধারা অনুসরনে আবেগব্যাকুল বাংলা কবিতায় তিনি তীক্ষ্ণ রঙ্গব্যঙ্গের প্রচলন করেছিলেন। রাজনৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কশাঘাত হেনেছেন তাঁর কবিতায়। বলাবাহুল্য ব্যঙ্গের অন্তরালেও কবির স্বদেশপ্রীতির ভাবটি গোপন থাকেনি। যেমন পরাধীন ভারতের অবস্থা অসহনীয় বোধে অন্তরের ক্ষোভে রচিত একদা বিপুল জনপ্রিয় ও একসময় বাংলার জাতীয় গান হিসাবেও বিবেচিত 'ভারতসঙ্গীত' কাব্যের, ত্বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে/সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে/সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে/ভারত শুধুই ধুমায়ে রয়'। ব্রিটিশের অত্যাচারের শৃঙ্খল বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসার আহ্বানের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি তখন সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়কে তুমুলভাবে আলোড়িত করে এমনই মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল যে এরকম ব্রিটিশ বিরোধী কবিতা লেখার জন্য ইংরেজদের রোষানলে পড়তে হয়েছিল কবিতার প্রকাশক ভুদেব মুখোপাধ্যায়কে যাঁর 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় প্রায় নিয়মিতই হেমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হত। নারীদের সমস্যা এবং বিধবা রমনীদের উপর অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধেও সরব হেমচন্দ্রের একটি কবিতা হলো, 'কুলীন কন্যাপক্ষের আক্ষেপ' । ১৮৮২তে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা হিসেবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করলে হেমচন্দ্র তাঁদের প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সংস্করনের ভুমিকায় তাঁর বিশ্লেষন সমালোচনা সাহিত্যেও তাঁর প্রতিভার সাক্ষর। হেমচন্দ্র গয়ায় গিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্নের পর কেশবচন্দ্র সেন ঘটনাটিকে কুসংস্কার আখ্যা দিয়ে নিন্দামন্দ ও প্রকাশ্যে অসন্তোষ ব্যক্ত করলে প্রতিবাদে হেমচন্দ্র লিখেছিলেন 'ব্রাহ্মজ থেয়িজম ইন ইণ্ডিয়া' (১৮৬৯)শীর্ষক প্রবন্ধটি ।

তবে এও সত্য স্বয়ং রবীন্দ্র নাথ হেমচন্দ্রের দেশীয় সংস্কৃতি ভাবনা ও কাব্যপ্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে জাতীয় কবির অভিধা দিলেও মধুসূদন-উত্তর পর্বে বাংলার কবি সিংহাসনে সর্বসম্মতিক্রমে আরুঢ় হেমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের জনপ্রিয়তা ঔজ্জ্বল্য এবং হয়ত প্রাসঙ্গিকতাও কালোত্তীর্ন হতে পারেনি বিবিধ কারণে। যদিও ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মাইকেলকে না পেলে তাঁকে আমরা স্বচ্ছন্দে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে পারতাম।

তবে একদা খ্যাতি ও প্রতিপত্তির চূড়ায় থাকা সফল মানুষটির দাম্পত্য জীবনও সুখের হয়নি। শেষ জীবনে অন্ধ-দশায়ও রচিত কবিতায় নৈরাশ্যের তমিস্রায় তাঁর জীবনেশ্বরের কাছে 'বিভু কি দশা হবে আমার' বলে যে প্রশ্ন রেখে গেছেন তা বোধকরি আজও পাঠকের মনকে এক অব্যক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

ভাগ্যবিড়ম্বিত হেমচন্দ্র ১৯০৩'র ২৪শে মে মাত্র ৬৫ বছর বয়সে ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নেন।

তাঁর নামাঙ্কিত শতাব্দী প্রাচীন 'হেমচন্দ্র লাইব্রেরী' আপামর বাঙ্গালির শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ তাঁর ধাত্রীভূমিসম কবিতীর্থ খিদিরপুরে আজও সারস্বত সমাজের গর্ব হিসেবে বিরাজমান।

চাকবাক

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ক্ষুদিরাম দাস

সম্পাদক সমীপেষু,

তখন মাঝ রাত। নদীয়ার কৃষ্ণনগরে চৌধুরী পাড়ায় অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন এক বৃদ্ধা। ডেকে আনা হলো পাশের বাড়ির ধন্বন্তরিকে। তিনি এসে সব শুনে লক্ষণ মিলিয়ে একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে দিলেন। ওষুধ খাওয়ার খানিকক্ষণ পরেই ম্যাজিকের মতো বৃদ্ধার পেটের যন্ত্রণা ভ্যানিশ। এই চিকিৎসক আর কেউ নন, স্বয়ং আচার্য ক্ষুদিরাম দাস - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যে প্রথম ডিলিট এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে বিদ্যাসাগর পুরষ্কার, রবীন্দ্র পুরষ্কারের মতো সম্মান।

আমরা পেরিয়ে এসেছি গত ১০ এপ্রিল বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস - ডা ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের ২৭০তম জন্মদিবস আর গত ২৮ এপ্রিল হ্যানিম্যানের পরম পূজারি ক্ষুদিরাম দাসের ২২ তম প্রয়াণদিবস। এই মাহেন্দ্রক্ষণে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ক্ষুদিরাম দাসের ওপর আলোকসম্পাত করা অত্যন্ত জরুরি। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মহাত্মা হ্যানিম্যানের সাথে তুলনা করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্মজীবন শুরুর পর থেকেই তিনি রোগীদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। ক্ষুদিরামের লেখা থেকে জানা যায় যে, তিনি বাল্যকাল থেকেই আমাশয় রোগে ভুগতেন। আরোগ্যলাভের আশায় বাঁকুড়ার এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। সব কিছু শুনে লক্ষণ মিলিয়ে তিনি ক্ষুদিরামকে একটি ওষুধ দিয়ে পরদিন ভোরে খালিপেটে খেতে বলেন। সাথে জানিয়ে দেন যে, আগামী পনের দিন তাঁর আমাশয় রোগ লক্ষণ খুব বেড়ে যাবে এবং ষোল দিনের দিন থেকে তিনি স্বাভাবিক হতে আরম্ভ করবেন। সেই চিকিৎসকের কথা হুবহু মিলে যাওয়ায় ক্ষুদিরাম বিস্মিত হয়ে ক্লার্কের মেটেরিয়া মেডিকাসহ আরও পাঁচ-ছয়টি মেটেরিয়া মেডিকা পড়ে ফেলেন এবং ওষুধ দিতে আরম্ভ করেন। একজন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকের সন্তান অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না। তখন তিনি ক্ষুদিরাম দাসের কাছে আসেন। ক্ষুদিরাম একবারের ওষুধেই তাঁর সন্তানকে সারিয়ে তোলেন। এরপর থেকে সেই চিকিৎসক হসপিটাল ফেরৎ রোগীদের তাঁর কাছেই পাঠাতেন। ক্ষুদিরাম দাস হোমিওপ্যাথি ও মর্ডান মেডিসিনের প্রচুর বই মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। বিদেশ থেকেও অনেক বই আনিয়েছিলেন। গ্রে'র অ্যানাটমি, গাইটনের ফিজিওলজি ছিল তাঁর ঠোঁটের আগায়।

হোমিওপ্যাথিতে তাঁর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ছিল না। তিনি সুযোগ পেয়েও স্বেচ্ছায় ডিপ্লোমা করেন নি। তিনি রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন কৃষ্ণনগরে চৌধুরীপাড়ায় তাঁর নিজের বাড়িতে অনেক রোগী দেখতেন। কোনও টাকা-পয়সা নিতেন না। দূর-দূরান্ত থেকে বহু রোগী আসতেন। জটিল রোগের চিকিৎসায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ, অধ্যাপক শিবনারায়ণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অরুণ চৌধুরী, শান্তিপুর কলেজের অধ্যক্ষ প্রবোধ সরকার, সংস্কৃতের পণ্ডিত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, আইপিএস অফিসার মিস্টার ত্যাগী, নদীয়া জেলা হসপিটালের নামকরা চিকিৎসক ডা এ কে রায়, প্রখ্যাত ইএনটি সার্জেন ডা আবীরলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চিকিৎসার জন্য ক্ষুদিরামের কাছে ছুটে আসতেন। বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডা ভোলানাথ চক্রবর্তীর সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। কলকাতায় হোমিওপ্যাথি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনাসভায় তিনি আমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য আলোচক হয়েও উপস্থিত থাকতেন।

চিকিৎসার কাজে ক্ষুদিরামকে হাতে হাতে সাহায্য করতেন তাঁর ছোট ছেলে অপূর্ব আর ছোট মেয়ে রূপমঞ্জরী। তিনি সাধারণত হ্যাপকো ও কিং কোম্পানির ওষুধ ব্যবহার করতেন। তিনি নিজে গিয়ে বা অপূর্বকে দিয়ে কলকাতা থেকে ওষুধ কিনে আনতেন। তিনি কত বড় মাপের চিকিৎসক ছিলেন, তা বোঝার জন্য অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন লাহার এই কথাটাই যথেষ্ট - 'অনেকেই হয়তো জানেন না যে, ক্ষুদিরামদা শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'ডক্টর' নন, তিনি হোমিওপ্যাথিরও ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আমি জানতাম যে, 'যার নাই অন্য গতি / সেই করে হোমিওপ্যাথি'। তখন প্রবাদটির এই অর্থই জানা ছিল যে, জীবনের কোন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের যোগ্যতা যার নেই, সেই হোমিওপ্যাথিকে অবলম্বন করে রুজি-রোজগারের চেষ্টা করে। ক্ষুদিরামদার সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রবাদটির অর্থ আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বুঝেছি কোন চিকিৎসায় যে রোগ সারে না, 'হোমিওপ্যাথিই' তার শ্রেষ্ঠ নিদান - অগতির গতি। তবে অনধিকারীর নিকট নিদান নিলে হবে না, ক্ষুদিরামদার মতো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

হ্যানিম্যান বলেছেন, Aude Sapere Dare to be wise - জ্ঞানী হতে হলে অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের জন্য সাহসী হতে হয়। জ্ঞানমার্গের পথিক ক্ষুদিরামের মধ্যে এই সাহসিকতা দেখা গেছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিন এম এ ক্লাসে এসে তাঁর পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও তিনি বাংলায় এম এ পড়তে এসেছেন। অবাক হয়ে সুনীতিকুমার সংস্কৃত নিয়ে না পড়ার কারণ জানতে চাইলেন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ক্ষুদিরাম দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন - 'বাংলাতেও আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবো'। ছাত্রের উত্তরে বিস্মিত হয়েছিল অধ্যাপকসহ গোটা ক্লাসঘর। ১৯৩৯ সালে এম এ পরীক্ষায় বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড ভেঙে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে কথা রাখলেন তিনি। এই সাহসিকতা, এই আত্মপ্রত্যয় যেন মিলিয়ে দিয়েছে হ্যানিম্যান ও ক্ষুদিরামকে।

মাত্র কিছুদিন আগেই চুপিসারে চলে গেলো আচার্য ক্ষুদিরাম দাসের প্রয়াণদিবস। আজও অবুঝ মন কিছুতেই মানতে চায় না তিনি নেই। মৃত্যু তো শরীরের হয়, মানুষের হয় কি ? এখনও তাঁর ছবির দিকে তাকালে মনে হয় চোখদু'টো জ্বলজ্বল করছে, তিনি যেন মিটিমিটি হাসছেন। অজান্তেই তখন মন গুনগুনিয়ে ওঠে -'একি পুলকবেদনা বহিছে মধুবাহে ! / কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।' সেই মুহূর্তে আমার 'পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে - / নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।'

তথ্য সহায়তা

১) পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস - সম্পাদনা - ড মানস মজুমদার
২) শ্রী অপূর্বকুমার দাশ

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য
কৃষ্ণনগর
নদিয়া

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটের নিরাপত্তা উঠতেই হাতির হানায় মৃত্যু ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলে ভোট শেষ হতেই হাতি নিয়ন্ত্রণ থেকে বনদপ্তর তথা রাজ্য প্রশাসন একপ্রকার হাত তুলেই নিয়েছে বলে দাবি। যার ফলে ফের শুরু হয়েছে হাতির হানায় জঙ্গলমহলের মানুষের মৃত্যু। জঙ্গলমহলে শনিবার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। তার ৪৮ ঘণ্টা পার না হতেই সোমবার রাতে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে শালবনি ব্লকের গাড়রা গ্রামের শংকর দেব সিংহ নামে মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তির।

সোমবার রাতে মনসা পুজো সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গল থেকে দু'টি হাতি দু'দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করে। শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে এবং পা দিয়ে পিষে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বুধবার ভোরেও সেরকমই একটি ঘটনা ঘটেছে নয়াগ্রাম থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে। ওই গ্রামের বাসিন্দা নবীনচন্দ্র ধল প্রাতঃকৃত্য সারতে গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে গিয়েছিলেন। দু'টি হাতি হামলা চালিয়ে পা দিয়ে পিষে তাঁকে মেরে ফেলে। পরপর হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন। এলাকায় উত্তেজনা থামাতে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি মৃতদের পরিবারগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বছরের পর বছর হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ জঙ্গলমহলবাসীকে সুরক্ষা দিতে স্থায়ী ভাবে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

ভোটের সময় জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জঙ্গলে অবস্থানকারী ১০০টি হাতি যাতে ভোটারদের এবং জঙ্গলমহলের বুথগুলিতে যাওয়া ভোটকর্মীদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশন কড়া পদক্ষেপ করেছিল। হাতিগুলিকে সামাল দিয়ে সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন ছিল কমিশনের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তাই, ষষ্ঠ দফার ভোটের সময় হাতিদের সামাল দিতে প্রশাসনিক ভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। হাতিদের গতিবিধি অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম বন বিভাগ ১৪০ টি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করে মোবাইল টিম, হুলা টিম এবং গাড়ির ব্যবস্থা করে। হাতি তাড়ানোর ঐরাবত গাড়িটিও মুভ করানো হয়। প্রতি মুহূর্তে হাতির দলের গতিবিধির ওপর কড়া নজর ছিল বন দপ্তরের।

কিন্তু ভোট শেষ হতেই সেই সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়। যার ফলে নজরদারিতে থাকা হাতিগুলি ফের বেপরোয়া ভাবে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ানো শুরু করেছে। শুরু হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের উপর হাতির হানা। আগের মতোই প্রাণ খোয়াচ্ছেন জঙ্গলমহলের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, হাতির হানায় মৃত্যুর পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রশাসনিক ভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে তৎপরতা দেখা যায়, হাতিগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার কিংবা সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে সেরকম কোনও তৎপরতাই নেই বন দপ্তরের।

PALASPAI RAJA RAMMOHAN COLLEGE OF EDUCATION
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognised by N.C.T.E. & Affiliated to B.S.A.E.U. & W.B.B.P.E.
HAYATPUR, CHAK HAYATPUR, KHANAKUL, HOOGHLY, 712416

FACULTY REQUIRED (FOR D.El.Ed.) : Principal / HOD, Perspectives in Education / Foundations of Education, Languages, Science, Mathematics, Humanities & Social Science, Health and Physical Education, Performing Art/ Fine Art, Librarian, Computer Operator cum Store Keeper, UDC/Office Superintendent, Qualification as per NCTE norms. Interested candidates are requested to send their CV with all testimonials, including Aadhaar Card, PAN and Colour photo mentioning post applied for within 07(Seven) working day through Email: palaspairrmbedcollege@gmail.com **Sd/ Secretary**

ARKADUYTI COLLEGE OF EDUCATION
RECOGNIZED BY N.C.T.E. & AFFILIATED TO WBBPE & BSAEU
Address :- Vill. +P.O.- Karidhya, Dist. Birbhum, W.B.
Pin-731126, Website: www.arkaduyti.in

URGENT RECRUITMENT FOR D.El.Ed. COURSE
Applications are invited for the post of Asst. Professors in Foundation (1), English (2), Physical Science(1), Life Science (1), Mathematics (1), Geography (1), Fine Art (1) and Health & Physical Education (1) with full Bio Data.
Qualifications: As per NCTE Norms 2014.
Salary: As per norms.
Please apply to: **arkaduytiet@rediffmail.com**
Ph. No.: 9832256223
Sd/- Chairman
Arkaduyti College of Education

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: বারাসাত
৫৪, কে.এন.সি. রোড, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১২৪
ফোন নং: ০৩৩ ২৫৫২ ৫২৫৫
ই-মেইল-: zobarasat@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) ও ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) ও ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১২.০৬.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২২,৯০,০৪৮.০০** টাকা (বাইশ লক্ষ নব্বই হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) **০৭.০৭.২০২১** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ ঋণগ্রহীতা- **মিনুয়ারা বিবি,** স্বামী-আব্দুল সহিদ, গ্রাম - দফাদারপাড়া, কাঁঠালিয়া, পোস্ট - ছোটো জাগুলিয়া, থানা - দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৯৪-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর পাওনা আছে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি (গুলি)-র বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা:** মিনুয়ারা বিবি, স্বামী- আব্দুল সহিদ, গ্রাম- দফাদার পাড়া, কাঁঠালিয়া, পোস্ট- ছোটো জাগুলিয়া, থানা - দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৯৪ **বন্ধকদাতা :** মিনুয়ারা বিবি, স্বামী- আব্দুল সহিদ, গ্রাম - দফাদার পাড়া, কাঁঠালিয়া, পোস্ট- ছোটো জাগুলিয়া, থানা- দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩২৯৪ এবং **জামিনদার:** আব্দুল শহিদ, পিতা- আব্দুল রহিম, গ্রাম - দফাদার পাড়া, কাঁঠালিয়া, পোস্ট - ছোটো জাগুলিয়া, থানা - দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৯৪ **খ) হৃদয়পুর শাখা**	বিল্ডিং সহ বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট যারা আরএস ও এলআর দাগ নং ৮৬৬, আরএস খতিয়ান নং ৫৬৭, এলআর খতিয়ান ৪১৫১ (পুরানো) হাল এলআর খতিয়ান ৪৬৫২, জেএল নং ১৪১, মৌজা - কাঁঠালিয়া তৌজি সাবেক ১৪৬ হাল ১২, গ্রাম - দফাদার পাড়া, কাঁঠালিয়া, পোস্ট - ছোটো জাগুলিয়া, থানা - দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৯৪, কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার অধীনে, ২০১৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৫১৯০০০০১ এর অন্তর্ভুক্ত সম্পর্কিত বই - আই, ভলিউম নম্বর ১৫১৯-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৪০ থেকে ১৫৫ পর্যন্ত এডিএসআর কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তর - হাবিবুর রহমানের সম্পত্তি, দক্ষিণ - ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্বে - কামাল সরদারের সম্পত্তি, পশ্চিম - ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা। **সম্পত্তিটি মিসেস মিনুয়ারা বিবির নামে আছে, স্বামী- আব্দুল শহিদ।**	**২২,৯০,০৪৮.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ নব্বই হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) **০৭.০৭.২০২১** অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ	**ক) ৯,৮৫,০০০.০০ টাকা (*)** (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৯৯,০০০.০০ টাকা** (নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50425824231** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং কাছে থাকা তথ্য ভিত্তিতে, সম্পত্তিতে কোন দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ :১২.০৬.২০২৪, সময়: সকাল ১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম
:https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (**https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নম্বর ০৩৩-২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে ফোন করুন। এমএসটিসি লিমিটেড এর সাথে নিবন্ধন স্থিতির জন্য, ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapirfin@mstcecommerce.com** তে। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://ibapi.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১"-তে যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://ibap.in** এবং **www.mstcecommerce.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪
স্থান: বারাসাত
অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

5 STAR SUPER COLOUR
Manaksia Steels Limited
STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়নস রেঞ্জ, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল- info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ- +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩
কার্যাদি থেকে আয়	১৬,২৯০.৫৪	১৩,৩৬০.১৭	২৩,৫৭৪.৮৫	৬৮,১০৬.৭২	৭৪,২৩৭.৫৬
মোট রাজস্ব	১৬,৭০৯.৪৮	১৩,৭২১.৩৮	২৩,৭২৪.৬১	৬৯,৬৬৯.৯০	৭৪,৯৬৪.২৫
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,২১৯.০৫	৯৮১.৬০	১,২৭১.১৮	৫,৩০৬.২০	৩,১৩১.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৭০০.৪৭	৫০২.৩৭	৮৪৯.৮৬	৩,৭৮৮.৫৬	১,৭১০.৮০
ব্যতিক্রমী দফা	(১৪২.৪৫)	১৯৩.২৫	-	(৫.৮৯)	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিএটি) (কর পূর্ব, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫৫৮.০২	৬৯৫.৬২	৮৪৯.৮৬	৩,৭৮২.৬৭	১,৭১০.৮০
কর ব্যয়	১০৭.৩০	২১৪.৪৮	২২৭.৩৮	৯৪৪.৩১	৪৯২.২৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪৫০.৭২	৪৮১.১৪	৬২২.৪৮	২,৮৩৮.৩৬	১,২১৮.৫৪
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(১,০৪৬.৪৫)	(৯৯.৭৫)	১,৬৭৭.৪৫	১,০০৪.২৪	২,৪৩৫.০৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	২৯,৩৮৮.৯৭	২৮,৩৮৪.৭২
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : (ক) মৌলিক (₹)	০.৬৯	০.৭৩	০.৯৫	৪.৩৩	১.৮৬
(খ) মিশ্রিত (₹)	০.৬৯	০.৭৩	০.৯৫	৪.৩৩	১.৮৬

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩
কার্যাদি থেকে আয়	১৫,২৯৭.৩৬	১১,৮৯১.৯৪	২১,০১৫.১৯	৬৩,১৯৬.০১	৬৪,১৪৮.১০
মোট রাজস্ব	১৫,৭১৬.২৯	১২,২৫৩.১৫	২১,১৬৩.৭৫	৬৪,৭৫৯.১১	৬৪,৮৭০.৮৮
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,১০৮.০৬	৮৮৪.৯৩	৯৫৫.৫৬	৪,৮০৭.০৪	২,৪২৯.৩৬
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৬৫৭.৩৭	৭৭২.৬৬	৬৯৪.২৭	৩,৮৮৮.৩২	১,৬৪৪.৬২
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৫২৪.৯২	৬১৩.১২	৫৩৯.৯৩	৩,০২২.১৮	১,২৬৪.৮৪

দ্রষ্টব্য:
(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের নিরীক্ষা করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।
(খ) মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং এর স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেডের সমন্বয়ে একত্রিত আর্থিক ফলাফল। টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেশনের জন্য আবেদন করেছে, আদেশ মুলতুবি, এর জন্য এর প্রভাব দেওয়া হয়নি। লিকুইডেশনের ফলে, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেড মানাকশিয়া স্টিলস লিমিটেডের সরাসরি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি হয়ে উঠবে।
(গ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পুনর্বিন্যাস/পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে।
(ঘ) ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে ৩১শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া বর্ষে বিরোধের মীমাংসার কারণে প্রবেশ কর বিধানের বিপরীতে যা ২৮৫.১৫ লক্ষ টাকা (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে উভয়তে)।
এছাড়াও, ২০২৩ সালের জুনে, নাইজেরিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক ('সিবিএন') বিভাজন বিলুপ্ত করে নাইজেরিয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে, যেখানে সমস্ত বিভাগ এখন বিনিয়োগকারী এবং রপ্তানিকারকদের ('আইএন্ডই') উইন্ডোতে ভেঙে পড়েছে এবং আইএন্ডই উইন্ডোতে 'উইলিং বায়ার, উইলিং সেলার' মডেলের পুনঃপ্রবর্তন। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন ঘটেছে।
ফলস্বরূপ, ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে শেষ হওয়া বর্ষে, গ্রুপটি ২৯১.০৪ লাখের বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি করেছে এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য এর প্রভাব নাইজেরিয়াতে অন্তর্ভুক্ত সহায়ক সংস্থাগুলিতে ১৪২.৪৫ লাখ টাকা হয়েছে। অবমূল্যায়নের পরিমাণ বিবেচনা করে, গ্রুপের একত্রিত আর্থিক ফলাফলে উল্লিখিত বিনিময় ক্ষতি একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু, নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের কারণে, গ্রুপটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া বর্ষের জন্য ১,৫২১.৭৮ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অনুবাদের ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে এর প্রভাব ৩১৫.১৭ লাখ টাকার বিদেশী মুদ্রার বর্তমান ক্রিয়াকলাপগুলিতে অনুবাদের সাথে সম্পর্কিত গ্রুপের, যা অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্ভুক্ত।
(ঙ) ৩১ মার্চ, ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল পূর্ণ আর্থিক বছর এবং বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পরিসংখ্যান যা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অডিট করা হয়নি যা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষ ছিল।
(চ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -তেও পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৪

মানাকসিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ,
ম্যাজেনাইন ফ্লোর, উত্তর পশ্চিম কোণে, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে আয়	১১,৪৬২.৮৬	১৫,২৩৫.৫৭	৩০,৫৭০.৪১	৭০,১৫৩.৮৯	১১৬,৫৪৫.০৮
মোট রাজস্ব	১২,৯৩৯.২৮	১৭,২০২.৬২	৩৩,০২৬.৫৮	৭৬,৪৬৪.৪৯	১২৪,২৭১.৮৪
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩,৪১৯.২০	৪,০৯৬.৯১	৬,৩৮০.৪৮	১৫,৮৯৩.০২	২২,৩৪৯.৫৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,৯৯৭.০৩	৩,৪৫৯.৮৬	৫,৬৫৯.৪১	১৩,৭২৪.৩২	১৮,৭৩৫.২১
ব্যতিক্রমী দফা	১,৭২২.২১	৯৩৩.৫৮	-	৩,৩১৪.২৯	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিএটি) (কর পূর্ব, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,২৭৪.৮২	২,৫২৬.২৮	৫,৬৫৯.৪১	১০,৪১০.০৩	১৮,৭৩৫.২১
কর ব্যয়	(২৩৭.৪৬)	৭৮১.১২	১,৮৪২.৪৯	২,৫৪০.০২	৭,৯৫৬.৬৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৫১২.২৮	১,৭৪৫.১৬	৩,৮১৬.৯২	৭,৮৭০.০১	১০,৭৭৮.৫৬
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(১৫,৭৪৫.৮০)	(৭,১৬০.৪০)	৭৭১.৯৬	(৫৫,১৩২.৩৪)	৮,৩৪৩.৫১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	৫৩,৭২৩.৯৯	১,১১,১৩৪.১৫
শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : (ক) মৌলিক (₹)	২.১৬	২.৪৯	৫.৭৪	১১.৫৩	১৬.৩০
(খ) মিশ্রিত (₹)	২.১৬	২.৪৯	৫.৭৪	১১.৫৩	১৬.৩০

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে আয়	১,৫৫৪.৯৫	১,১৪০.৮৭	৬,০৬২.৩৭	১৬,০৮১.২০	১৪,৩৩৩.৫০
মোট রাজস্ব	১,৯২৩.৭১	১,৪২০.৫১	৬,৮১৩.৮২	১৭,২৯৮.৯৭	২৫,৮০৪.৮২
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩০৫.৩৪	১১৭.১০	১,১৫৮.১৬	১,৬৮৭.৬৫	১২,০৭৬.১২
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	২৯২.৪২	১০৭.০২	১,১২৭.৫৫	১,৬০৯.৭৬	১১,৯৯৪.৩৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৭৯৩.১৪	৬৩.৭১	১,০৫৬.৮০	১,৮৩৩.৮৫	৯,৭২১.৮৭

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের নিরীক্ষা করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।
(খ) ২০২৩ সালের জুনে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ নাইজেরিয়া ('সিবিএন') সেগমেন্টেশন বিলুপ্ত করে নাইজেরিয়ার বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কার্যক্রমে পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়, সমস্ত বিভাগ এখন ইনভেস্টর্স এবং এক্সপোর্টার্স ('এল অ্যান্ড ই') উইন্ডোতে ভেঙে পড়েছে এবং এল অ্যান্ড ই উইন্ডোতে 'ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা' মডেলটি পুনরায় প্রবর্তন করেছে। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন হয়েছে।
ফলস্বরূপ, ৩১ মার্চ ২০২৭ তারিখে শেষ হওয়া বর্ষের জন্য, গ্রুপটি ৩৩১৪.২৯ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি করেছে এবং ৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য নাইজেরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে ১৭২২.২১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। অবমূল্যায়নের পরিমাণ বিবেচনা করে, উল্লিখিত বিনিময় ক্ষতিকে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু, গ্রুপটি ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া বর্ষের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অনুবাদ ক্ষতির স্বীকৃতি দিয়েছে ৬৩০০৬.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য গ্রুপের উপস্থাপনা মুদ্রায় (আইএনআর) বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপ অনুবাদ সম্পর্কিত ১৭২৫০.৫৪ লক্ষ টাকা, যা অন্যান্য বিস্তৃত আয়ের অন্তর্ভুক্ত।
নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের কারণে, ৩১ মার্চ, ২০২৪, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ -এ সমাপ্ত বর্ষের সমন্বিত ফলাফলগুলি পূর্ববর্তী সময়ের প্রকাশিত ফলাফলের সাথে তুলনীয় নয়।
(গ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির যা ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস) এবং কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ যা সংশোধিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৬ অনুসারে ও বন্দোবস্তমতো তৈরি করা হয়েছে।
(ঘ) শেষ ত্রৈমাসিক সময়ের সংখ্যাগুলি হল ব্যালেন্সিং সংখ্যা ৩১ মার্চ, ২০২৪ / ৩১ মার্চ, ২০২৩ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত সংখ্যা এবং অনিরীক্ষিত এতদ্অবধি প্রকাশিত বছরের আপ-টু ডেট সংখ্যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ / ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ প্রেক্ষিতে যা ত্রৈমাসিক সময়কালে শেষের তারিখ যা সীমিত পর্যালোচনার সাপেক্ষে।
(ঙ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পুনর্বিন্যাস/পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে।
(চ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট - www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট - www.manaksia.com -তে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৪

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

সারফেসি আইন অধীনে বিজ্ঞাপিত বিক্রয় নোটিশ

১. আপনার দ্বারা করা অনুরোধে, ব্যাঙ্ক আপনাকে ঋণ সুবিধাগুলি মঞ্জুর করেছে যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এখানে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধার বিশদ বিবরণ এবং এই নোটিশের তারিখ অনুসারে বকেয়া পরিমাণের বিবরণ দিচ্ছি।
২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত ঋণ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাঙ্ক-এর নিকট দায়বদ্ধ সম্পত্তিসমূহ/সম্পদসমূহের বিবরণ)-
৩. উল্লিখিত ঋণ সুবিধাগুলি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশাবলী অনুসারে নীচে উল্লেখ করা থেকে কার্যকরী সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৪. ফলস্বরূপ, সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীন নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং সারফেসি আইনের ১৩(৪), (বিধি ৮(১)) এর অধীনে প্রতীকী দখল প্রাপ্ত হয়েছিল যেটি নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রম নং ১

Ref : BOI/DGR/REC/24-25/PKS/01 — শাখা - দুর্গাপুর — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) এনপিএ তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
শ্রী আবদুল সত্তার পিতা আবদুল জব্বার হাজিনগর মোহল্লা, আসানসোল দখিণ ধাদকা, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০২	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত ভবন সম্পত্তি শ্রী আবদুল সাত্তার এর নামে,অবস্থিত আরএস প্লট নং১৪২২৮ পরিমাণ ৪৫ বর্গ ফুট, আরএস প্লট নং ১৪২৩১ পরিমাণ ১৩৫ বর্গফুট,আরএস প্লট নং ১৪২৩২ পরিমাণ ১২৬০ বর্গফুট মোট জমির পরিমাণ ১৪৪০ বর্গফুট, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৯৫, জেএল নং ২০,মৌজা : আসানসোল, থানা : আসানসোল, কে টি রোড, হাজিনগর, ওকে রোড, আসানসোল উত্তর, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩০২। চৌহদ্দি : উত্তরে: নাথুন শাহর সম্পত্তি, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, মহ সাহাদাত এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ এবং পরে আলি নবির ভবন, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কে টি রোড।	ক) ৩১.১২.২০১৮ খ) ২০.০৮.২০১৯ গ) ২০.০৯.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ১ ৪২৩০৭৫১১০০০০০৬২	২০,৩৭,০০০ টাকা	২০,৯৩,৫৭৯.৬৬ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১০.৫০ শতাংশ হারে ৩০.০৭.২০২২ থেকে

ক্রম নং ২

Ref : BOI/JHA/MKS/24-25/09 — শাখা - ঝালদা — তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪

দামন সিং মুরা পিতা শম্ভুনাথ গ্রাম - দাঁতিয়া, পো. খামার, থানা - ঝালদা, জেলা - পুরুলিয়া, পুরুলিয়া, ৭২৩২০২	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন ,দমন সিং মুড়ার নামে অবস্থিত মৌজা: খামার,জেএল নং ১০৮, আরএস প্লট নং ১০৯২,এলআর খতিয়ান নং ৩৫০,দান্তিয়া, পো : খামার, থানা : ঝালদা , মাথারি খামার গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পুরুলিয়া, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট ঝালদা এবং জেলা : পুরুলিয়া। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী দীননাথ সিং মুড়ার জমি, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রোড, দক্ষিণে : শ্রী রোহিনী সিং মুড়ার জমি, পশ্চিমে : শ্রী শম্ভুনাথ সিং মুড়ার জমি।	ক) ২৮.০৯.২০২২ খ) ০৩.০২.২০২৩ গ) ১২.১০.২০২৩

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ১ ৪১৮৩৭৫১১০০০০০১১	৫,০০,০০০ টাকা	৪,০৯,০৪৮.৬৭ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১০.০০ শতাংশ হারে ২৮.০৯.২০২২ থেকে
গৃহ ঋণ ২ ৪১৮৩৭৫১১০০০০০২৩	৪,০০,০০০ টাকা	৪,৩৪,৪৬২.৮৯ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.০০ শতাংশ হারে ২৮.০৯.২০২২ থেকে
কোভিড ব্যক্তিগত ঋণ ৪১৮৩৬০১১০০০০০১০	৯০,০০০ টাকা	৯০৭৮৯.১২ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.২৫ শতাংশ হারে ২৮.০৯.২০২২ থেকে

ক্রম নং ৩

Ref : BOI/NPK/PK/24-25/1 — শাখা - নেপাকুলি — তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪

শ্রী সুদীপ্ত চক্রবর্তী পিতা বিভূতি চক্রবর্তী ফ্ল্যাট নং ২, ২য় তল, সৃজিতা আবাসন, মধুবন স্টেশন রোড, পো এবং থানা - কালনা, ৭১৩৪০৯	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট এবং ভবন প্লট নং ৯৯৮৪ এবং ২০৯১। এলআর খতিয়ান নং ৪৭৯১, জেএল নং ১৬৪, মৌজা : মধুবন, থানা : কালনা, শ্রেণি : বাস্তু। চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, প্লট নং ২০৯১। পূর্বে : প্লট নং ২০৯১, দক্ষিণে : প্লট নং ২০৯২, পশ্চিমে : স্টেশন রোড।	ক) ২৯.০৯.২০২১ খ) ২৭.১০.২০২১ গ) ২৫.০৪.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ এ/সি নং ৪২০৬৭৫১১০০০০০০৬	৬,১০,০০০ টাকা	৪,১৮,১৮৫.৬৪ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১০.০০ শতাংশ হারে ২৯.০৯.২০২১ থেকে

ক্রম নং ৪

Ref : BOI/SBR/REC/24-25/SB/01 — শাখা - রঘুনাথপুর — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী দেবাশিস সুপকার গ্রাম - নপাড়া, পো-শঙ্ক, জেলা - পুরুলিয়া, পব-৭২৩১২১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি শ্রী দেবাশিস সুপকার এবং শ্রী দেবাঞ্জন সুপকারের নামে অবস্থিত মৌজা : নপাড়া, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস : রঘুনাথপুর, জেলা : পুরুলিয়া, জেএল নং ৯২, আরএস/এলআর খতিয়ান নং ১৪৫, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৪২৫ এবং ৪২৬, আরএস/এলআর প্লট নং ৩৬৯স এরিয়া : ০৭ ডেসিমেল, সাঁকা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস প্লট নং ৩৬৭ এবং আরএস প্লট নং ৩৬৮ (প্রেমিসেস নং ১৭এ), পূর্বে : দেবাঞ্জন সুপকার এবং অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : আরএস প্লট নং ৩৭২, পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ৩৬৮ (রাস্তা সহ)।	ক) ০১.০৩.২০২২ খ) ০৯.০৬.২০২২ গ) ৩০.০৮.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ৪৩৮১৭৫১১০০০০০৫১	১০,০০,০০০ টাকা	৮,৬৪,১৪৭.৫৩ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৮.৮০ শতাংশ হারে ০১.০৩.২০২২ থেকে

ক্রম নং ৫

Ref : BOIRPH/REC/24-25/TR/02 — শাখা - রামপুরহাট — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী মনোজ পান্ডে নলহাটি কলেজ মোড়ের নিকট, পোস্ট এবং থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন , শ্রী মনোজ পান্ডে পিতা রাজেন্দ্র প্রসাদ পান্ডের নামে, অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ, জেলা : বীরভূম, থানা :নলহাটি, মৌজা : করিমপুর,জেএল নং ৫২, নলহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ২৭৪, খতিয়ান নং ৫৫৬ এবং ৬৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৭, প্লট নং ৩৫৪, পরিমাণ মোট এরিয়া ২০৩৩ ডেসিমেল, অর্থাৎ ১০১৪.৯৪৮ বর্গফুট (আনুমানিক) তদস্থিত দোতলা ভবন । চৌহদ্দি : উত্তরে : রমজান শেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সামিম আলি, পূর্বে : মহ সেলিমের খামার বাড়ি পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পশ্চিমে : নেপু শেখের সম্পত্তি।	ক) ১৬.০৬.২০২৩ খ) ১১.০৭.২০২৩ গ) ০৯.০১.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
সম্পত্তি ১ ঋণ ৪৩৯২২৯০১০০০০০০২	৪,২৫,০০০ টাকা	৪,২৮,৮৬০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১১.৩৫ শতাংশ হারে ১৬.০৬.২০২৩ থেকে
সম্পত্তি-এন- ঋণ ৪৩৯২৬২৬১০০০০০০১	৪,০০,০০০ টাকা	৩,৯১,৫২১.৯ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১০.৫০ শতাংশ হারে ১৬.০৬.২০২৩ থেকে
এফআইটিএল টার্ম লোন ৪৩৯২৬৫৯১০০০০০০১	৫০,০০০ টাকা	৪৩,২৭০.৯৯ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.৩৫ শতাংশ হারে ১৬.০৬.২০২৩ থেকে

ক্রম নং ৬

Ref : BOI/SAT/KS/24-25//15 — শাখা - সাতগাছিয়া — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

বিশ্বজিৎ সূত্রধর (স্বত্বা - মেসার্স মৌমিতা স্টোরস) পিতা রমেশ সূত্রধর গ্রাম - জোতরাম, পো-সাতগাছিয়া জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২২	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি শ্রী বিশ্বজিৎ সূত্রধর এর নামে , গ্রাম এবং পো : সাতগাছিয়া, থানা : মেমারি,জেলা : বর্ধমান, ৭১৩৪২২, মৌজা : বেগুনিয়া,জেএল নং ৭৩, থানা : মেমারি, জেলা : বর্ধমান, সাতগাছিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৩২৫, এলআর খতিয়ান নং ২৬৯৬, পরিমাণ এরিয়া ৪ শতক বাস্তুজমি এবং তদস্থিত ভবন। চৌহদ্দি : উত্তরে : ভোলানাথ কর্মকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সুভাষ মন্ডলের সম্পত্তি এবং চলার পথ, পূর্বে : নিখিল সিকদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : রঞ্জিত কীর্তনীয়ার সম্পত্তি।	ক) ১৫.০৫.২০২৩ খ) ১৬.০৫.২০২৩ গ) ২৫.০৭.২০২৩

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
ক্যাশ ক্রেডিট ৪২৩৬৩০১০০০০০২৭৫	২৫,০০,০০০ টাকা	২৫,৪২,০৯২.৭৮ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১১.৮৫ শতাংশ হারে ১৫.০৫.২০২৩ থেকে
এফআইটিএল ৪২৩৬৬৫৯১০০০০০২৬	৬,৬৫,০০০ টাকা	৬,৫১,৯৪০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১১.৮৫ শতাংশ হারে ১৫.০৫.২০২৩ থেকে

ক্রম নং ৭

Ref : BOI/SAT/KS/24-251/17 — শাখা - সাতগাছিয়া — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী অমরনাথ সিংহ রায় (স্বত্বা : শ্রীবস্তী কৃষি ভান্ডার), পিতা অসিতাভ সিংহ রায়, গ্রাম : বোহার, পো : বোহার, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪৩০ (ঋণগ্রহীতা : বন্ধকদাতা)	ক) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি শ্রী অমরনাথ সিংহ রায় এর নামে অবস্থিত মৌজা : বোহার, জেএল নং ৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, প্লট নং ৫৬১৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪৩০। চৌহদ্দি র উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, পূর্বে : অন্যান্যর খালি জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি। খ) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক ভবন শ্রী অমরনাথ সিংহ রায় এর নামে অবস্থিত মৌজা : বোহার, জেএল নং ৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, , প্লট নং ৫২৩৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা: পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪৩০। চৌহদ্দি : উত্তরে : অশোক কুমার সিংহ রায় এর জমি, দক্ষিণে : অম্লান সিংহ রায়ের জমি, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া বোহার থেকে বিত্রা রোড, পশ্চিমে : সুকুর আলির জমি।	ক) ১১.১০.২০২৩ খ) ৩১.১০.২০২৩ গ) ০৯.০২.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
ক্যাশ ক্রেডিট ৪২৩৬৩০১১০০০০১০৬	৩০,০০,০০০ টাকা	৩১,২০,৭২১.৫০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১১.৩৫ শতাংশ হারে ০৪.১২.২০২৩ থেকে
এফআইটিএল টার্ম লোন ৪২৩৬৬৫৯১০০০০০২৬	৬,২৮,০০০ টাকা	৬,৩২,৯৬৩.০০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ

ক্রম নং ৮

Ref : B01/NBT/REC/24-25/RK/3 — শাখা - নবাবহাট — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শেখ রাহুল পিতা শেখ মেহবুর আলি, হরের ডাঙ্গা দুবরাজ দিঘি বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান : ৭১৩১০১, **সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সাধনা খাতুন** স্বামী আলতাব আলম, হরের ডাঙ্গা দুবরাজ দিঘি বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান : ৭১৩১০১, **শ্রী আলতাব আলম,** পিতা মহ কায়ুম, হরের ডাঙ্গা দুবরাজ দিঘি বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান : ৭১৩১০১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা সাধনপুর, বর্ধমান, জেএল নং ৬৯, রায়ান ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য আরএস প্লট নং ৮১৯, এলআর খতিয়ান নং ১৯১৩/১০, শ্রেণি : বাস্তু, পরিমাণ এরিয়া ১৮২৪ বর্গ ফুট সমান সমান ০.০৪২ একর (৪২ ডেসিমেল), থানা : বর্ধমান , সাবপ্লট নং ১৮৮/এএ। চৌহদ্দি : উত্তরে : সাবপ্লট নং ১৮৮/পিকে, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি সম্পত্তি।	ক) ২৭.১০.২০২১ খ) ১৭.০১.২০২২ গ) ২৫.০৭.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ এ/সি নং ৪২০৯৭৫১১০০০০২২০	২৮,৩৬,০০০.০০ টাকা	২৩,৫৫,৬৩২.৬০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.৪৫ শতাংশ হারে ২৭.১০.২০২১ থেকে

ক্রম নং ৯

Ref : BOI/SK/REC/24-25/10 — শাখা - বার্নপুর — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

মেসার্স নিউ জননী স্টোর (স্বত্বা : শ্রী অপরেশ বিশ্বাস পিতা প্রয়াত অখিল কুমার বিশ্বাস) শিবাঙ্গী রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, হিল ভিউ, বি সি কলেজ আসানসোলের নিকট, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পব : ৭১৩৩০৪	১) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকান পরিমাণ ১১৪ বর্গফুট প্রেমিসেস নং শিবাঙ্গী রেসিডেন্সি, দোকান নং ৩, নিউ জননী স্টোর, বি সি কলেজের নিকট, হিল ভিউ, আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান,পব, ৭১৩৩০৪, মৌজা : নরসিংহবাঁধ, জেএল নং ২১, আরএস প্লট নং ১৭৬৩,আরএস খতিয়ান নং ৫৯২, ৪৩০৯। ২) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ ১০৬০ বর্গফুট প্রেমিসেস নং শিবাঙ্গী রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, হিল ভিউ, বি সি কলেজ আসানসোলের নিকট, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পব : ৭১৩৩০৪, মৌজা : নরসিংহবাঁধ, জেএল নং ২১, আরএস প্লট নং ১৭৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৯২, ৪৩০৯। দোকানের চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, পূর্বে : বিসি কলেজ মেন রোড, দক্ষিণে : দোকান নং ৩, পশ্চিমে : রিয়া ইনফোটেকের সম্পত্তি। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : হিল ভিউ মেন রোড, পূর্বে : বি সি কলেজ মেন রোড, দক্ষিণে : খালি জমি, পশ্চিমে : আশিস রায়ের সম্পত্তি।	ক) ০৫.০১.২০২৪ খ) ১৫.০১.২০২৪ গ) ১৬.০৩.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
ক্যাশ ক্রেডিট ৪২৩৪৩০১১০০০০০৪৯	৩০,০০,০০০ টাকা	৩০,৯২,৩৫৫.১৮ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১১.২৫ শতাংশ হারে ০৫.০১.২০২৪ থেকে
টার্ম লোন ১ ৪২৩৪৭৩৪১০০০০০৯৮	৩,০০,০০০ টাকা	২,১৫,৫২২.৫০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.২৫ শতাংশ হারে ০৫.০১.২০২৪ থেকে
টার্ম লোন ২ ৪২৩৪৭০৪১০০০০০২৬	৪,৯০,০০০ টাকা	১,২৯,০৭৭.০০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.২৫ শতাংশ হারে ০৫.০১.২০২৪ থেকে

ক্রম নং ১০

Ref : BOI/SK/REC/24-25/ /3 — শাখা - বার্নপুর — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী আদনান জাবেদ পিতা শ্রী মহ শের আলি নয়া বস্তি, রহমতনগর বার্ণপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পব : ৭১৩৩২৫	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি পরিমাণ ৫ ১/২ কাঠা এবং তদস্থিত ভবন প্রেমিসেস : জি টি রোড, গোপালপুর, প্রিমিয়াম নার্সিংহোম এবং রেলওয়ে গেট, আসানসোলের নিকট, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পব : ৭১৩৩০৪, মৌজা : গোপারপুর, জেএল নং ১০, আরএস প্লট নং ৪৪৭, এলআর প্লট নং ৬৯৫, এলআর খতিয়ান নং ১৩৯০ বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৩৮৯। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : মহ জাবেদ আলমের সম্পত্তি, দক্ষিণে : আসানসোল -বরাকর রোড (জি টি রোড), পশ্চিমে : মহ সোহরাব আলির সম্পত্তি।	ক) ২৬.১০.২০২৩ খ) ৩১.১০.২০২৩ গ) ০৬.০১.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
বন্ধকি লোন ৪২৩৪৬২৬১০০০০০১৮	১৪,৮০,০০০ টাকা	১২,৮৬,৯৭১.২৫ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১০.৭৫ শতাংশ হারে ২৬.১০.২০২৩ থেকে

ক্রম নং ১১

Ref : BOI/CRJ/REC/2024-25/04 — শাখা - চিত্তরঞ্জন — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) এনপিএ তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
শ্রী বিশ্বনাথ কর্মকার, পিতা কালীপদ কর্মকার, কল্যাণগ্রাম ৬, হেমন্ত বসু সরণির নিকট, পো : আকড়া, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান- ৭১৩৩৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এলআর প্লট নং ২৮৫ এবং ৩৩৫ খতিয়ান নং ৫৬৮.৫৬৯ মৌজা : ঘিয়াডোবা, কল্যাণগ্রাম , পো : আকড়া, থানা : সালানপুর, ৭১৩৩৩৫, রেজিস্ট্রার সাব ডিস্ট্রিক্ট আসানসোল এবং জেলা পশ্চিম বর্ধমান, জমির পরিমাণ ৬.৬৫০ শতক সমপরিমাণ ৪ কাঠা এবং তদস্থিত একতলা ভবন একতলার এরিয়া ৯৩৭ বর্গফুট। চৌহদ্দি: উত্তরে : শ্রী সুবীর মন্ডলের ভবন, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : সুজাতা চ্যাটার্জির ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট সড়ক এবং কালিনান দত্তর ভবন।	ক) ৩০.০৯.২০১৭ খ) ২৩.০৬.২০২১ গ) ১৪.০১.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (২৩.০৬.২০২১ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ৪২০৫৭৫১১০০০০০৪৫	১০,০০,০০০ টাকা	৯,৬৮,৮৭০.৯১ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৮.৮০ শতাংশ হারে ৩০.০৯.২০১৭ থেকে

ক্রম নং ১২

Ref : BOI/CRJ/REC/2024-25/03 — শাখা - চিত্তরঞ্জন — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী শুভ্রা মন্ডল, পিতা ধীরেন্দ্র মন্ডল, মহাবীর কলোনি, পূর্ব রাঙ্গামাটিয়া, রূপনারায়ণপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৬৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জেএল নং ৩৮, আরএস প্লট নং ৪৪০, আরএস খতিয়ান নং ১৭৬, , এলআর প্লট নং ১৩৮২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৪৯, মৌজা : রাঙ্গামাথিয়া মহাবীর কলোনি, থানা : সালানপুর, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট আসানসোল এবং জেলা পশ্চিম বর্ধমান স্বত্ব দলিল নং ৫২২৫-১৯৮৮ সালের তারিখ ১০.০৮.১৯৮৮ অনুযায়ী জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৬ ছটাক -৫ কাঠা ১০ ছটাক থেকে এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন একতলা এবং দোতলার ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৯২২ বর্গফুট এবং একটি ঘর শৌচালয় সহ ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৩৬০ বর্গফুট তিনতলায় এবং একটি পুজোর ঘর সিঁড়ির সর্বোচ্চ চাতালে পরিমাণ ২৫ বর্গফুট। চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক এবং নীলকমল ঘোষ এর সম্পত্তি এবং বিনয় ব্যানার্জির ভবন, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া মহাবীর কলোনি রোড, পূর্বে : বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী কালা দাসের সম্পত্তি।	ক) ২৯.০২.২০২০ খ) ২৩.০৬.২০২১ গ) ১৪.০১.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (২৩.০৬.২০২১ অনুযায়ী)
এলএপি ৪২০৫৬২৬১০০০০০১৩	১০,২৯,০০০.০০ টাকা	১০,৭৪,০৬০.৯৩ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১০.৭০ শতাংশ হারে ২৯.০২.২০২০ থেকে

ক্রম নং ১৩

Ref : BOI/CRJ/REC/2024-25/02 — শাখা - চিত্তরঞ্জন — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী সুদীপ ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ৫০২, পঞ্চমতল, চিত্তরঞ্জন রোড বাই লেন, রোড নং ৫, অরবিন্দনগর সালানপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৩৫	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৫০২ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৫ বর্গফুট এবং একটি চারচাকা পার্কিং স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ৭০ বর্গফুট একতলায় জেবি রেসিডেন্সি -২, জেএল নং ৬, আরএস প্লট নং ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮১৮, এবং ৮১৯, আরএস খতিয়ান নং ৪২, এলআর প্লট নং ২২৪, ২৯২, এলআর খতিয়ান নং ৮৫, ৩৮, ৭৬৩, ৩১৯, সকল জমির পরিমাণ ২০.২৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১২ কাঠা ৫ ছটাক , অরবিন্দ নগর, রোড নং ৪ এবং ৫, পো : হিন্দুস্থান কেবলস, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট আসানসোল এবং জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী সুবোধ দত্তর ভবন,পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : ৮ ফুট সড়ক এবং পার্থ ব্যানার্জির ভবন, পশ্চিমে : ১৫ ফুট সড়ক।	ক) ২৮.১০.২০২২ খ) ২৮.১০.২০২২ গ) ২০.১০.২০২৩

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (২৮.১০.২০২২ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ৪২০৫৭৫১১০০০০১৩৪	১৮,৯৬,০০০ টাকা	২০,৪২,৪৮২.৩৭ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৮.৯৫ শতাংশ হারে ২৮.১০.২০২২ থেকে

ক্রম নং ১৪

Ref : BOI/APG/REC/ 2024-25/01 — শাখা - আপকার গার্ডেন — তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪

শ্রী করুণেশ কুমার তিওয়ারি, পিতা কুবের নাথ তিওয়ারি, কল্যাণপুর হাউসিং এস্টেট এএস ৫/১৩/১ একতলা, আসানসোল ৭১৩৩০৫	জমির পরিমাণ ৩.০ কাঠা (২১৬০ বর্গফুট বা ৫.০ ডেসিমেল), আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬০৬, আরএস খতিয়ান নং ৮১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৮, জেএল নং ৩২, বাস্তু জমি মৌজা : কন্যাপুর, পাচগাছিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, আনন্দম রেসিডেন্সি, আসানসোল, গোরাঙ্গদি, পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৪, পশ্চিমবঙ্গ, নুনী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : অভয় এবং শ্রদ্ধা সুমনের জমি, দক্ষিণে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি।	ক) ১৮.০৮.২০২৩ খ) ০৮.০৯.২০২৩ গ) ০৬.০২.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ সুবিধাদি ৪১৮৬৭৫১১০০০০১০৫	৩৬,১৯,০০০ টাকা	২৩,২১,১০৩.৯৭ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.০ শতাংশ হারে ১৮.০৮.২০২৩ থেকে

ক্রম নং ১৫

Ref : BOI/ASN//24-25 — শাখা - আসানসোল — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী শম্ভু নাথ যাদব পিতা ফৌজিদার যাদব , সায়ের পাড়া কালিকাপুর, পো : চেলিডাঙ্গা আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭১৩৩০৪ এবং **শ্রীমতি সুরিতা বর্মা,** স্বামী শ্রী শম্ভুনাথ যাদব, ঠিকানা : গ্রাম : গড়পারিরা মন্ডল পাড়া, পো : মাজিয়ারা, থানা : আসানসোল, অসানসোল : ৭১৩৩১০, **(সহ ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩ পঞ্চমতলে বহুতল ভবনে (বি-জি-৪ তলা) নাম বিগ্নেশ্বর আর্কেড' এবং দ্বিচক্র যানের পার্কিং স্পেস পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া ২১ বর্গফুট এবং ১ চার চাকা পার্কিং স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা :আসানসোল, আরএস প্লট নং ১০৯৮ (এলআর প্লট নং ১৩০৬), আরএস খতিয়ান নং ৫৪৫, এলআর খতিয়ান নং ২৩৪২, জেএল নং ৩৫, থানা : আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান , পিন : ৭১৩৩০৩। স্বত্ব দলিল নং ৪৮৮১-২০১৮ সালের অনুযায়ী। চৌহদ্দি : উত্তরে : দর্শন সিং এর সম্পত্তি, পূর্বে : হরজিৎ সিং এর ভবন, দক্ষিণে : এস পি মুখার্জি বাই লেন, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড।	ক) ২৯.১১.২০২১ খ) ৩০.১১.২০২১ গ) ২৩.০৫.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ সুবিধাদি (৪২০০৭৫১১০০০০১১৬)	২৬,৯৭,০০০.০০ টাকা	২৯,৪৭,৭৫৩.৬৩ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৮.৮৫ শতাংশ হারে ২৯.১১.২০২১ থেকে

ক্রম নং ১৬

Ref : BOI/ASN//24-25 — শাখা - আসানসোল — তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪

শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলি, জে কে নগর প্রোজেক্ট কোয়ার্টার, পো : বিধান বাগ, থানা র রানিগঞ্জ, পো আসানসোল ৭১৩৩০২	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফ-০৮, চতুর্থতলে 'পূজা অ্যাপার্টমেন্টে' পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০৩ বর্গফুট , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, ২ টয়লেট, সকল ফিটিংস, ফিক্সচার এবং সকলের ব্যবহারের পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত এস পি মুখার্জি রোড, আসানসোল, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, মৌজা র আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৭৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন। চৌহদ্দি : উত্তরে : দেবব্রত মজুমদার, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ইত্যাদির ভবন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : এ কে দত্ত এবং নিমাই দাসের ভবন, পশ্চিমে : সুশান্ত চ্যাটার্জির ভবন।	ক) ৩১.১২.২০১৮ খ) ০৩.০১.২০১৯ গ) ০৪.০৫.২০১৯

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ সুবিধাদি (৪২০০৭৫১১০০০০১১৮)	২৬,৪০,০০০ টাকা	২৭,২২,৩৭৭ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৮.৮৫ শতাংশ হারে ৩১.১২.২০১৮ থেকে

ক্রম নং ১৭

Ref : BOI/BURD/REC/24-25/AA/ — শাখা - বর্ধমান — তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪

শ্রী বিমল মুখার্জি, পিতা বিনয় কৃষ্ণ মুখার্জি, পালসিট, ভাটিয়া, নবস্থা-২ মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৯	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেলএবং ভবন : মৌজা : গুসকরা, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১৪৭১, এলআর প্লট নং ৩৭৭৪, পো : গুসকরা, থানা র আউসগ্রাম, জেলা : বর্ধমান, গুসকরা পুরসভা অধীন, সম্পত্তি বিমল মুখার্জি এবং প্রশান্ত মুখার্জির নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : পুর সড়ক, পূর্বে : রাজীব কুমার ঘোষের ভবন, দক্ষিণে : কাগালেশ্বর বিট এর খালি জমি (প্লট নং ৩৭৭৪), পশ্চিমে: কাগালেশ্বর বিট এর খালি জমি (প্লট নং ৩৭৭৪)।	ক) ২৮.১১.২০২৩ খ) ০৪.০১.২০২৪ গ) ১৫.০৪.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ৪২০১৭৫১১০০০০১৮৮	২৭,০০,০০০ টাকা	৩৪১১৩৬৮.৪৯ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.২০ শতাংশ হারে ২৮.১১.২০২৩ থেকে

ক্রম নং ১৮

Ref : BOI/BURD/REC/24-25/AA/ — শাখা - বর্ধমান — তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪

মেসার্স গোপাল অটোমোবাইলস, স্বত্বা : নজরুল শেখ। গ্রাম : বুলবুলিতলা, পো : খালিসপুর, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪২২।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ১.৮১৫ কাঠা বা ০.০৩ একর এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : বোহার, জেএল নং ৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৪০৪২, এলআর প্লট নং ৫৩৯১, শ্রেণি : বাস্তু, থানা মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, বোহার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সম্পত্তি নজরুল শেখ এর নামে। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪.২৩৫ কাঠা বা ০.০৭ একর এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : উত্রা, জেএল নং ২৪, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৬, এলআর প্লট নং ৮৫৫, শ্রেণি : গুদাম, থানা : কালনা, সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা : পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি নজরুল শেখ এর নামে। চৌহদ্দি : সম্পত্তি ১:উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, পূর্বে : সেকেন্দার চৌধুরীরর জমি, দক্ষিণে : ৭ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, পশ্চিমে : ক্লাব। সম্পত্তি ২ : উত্তরে : স্কুল গ্রাউন্ড, পূর্বে : শিশু নিকেতন মাঠ, দক্ষিণে : সেন্টু শেখ এর ভবন, পশ্চিমে : পিচ রোড।	ক) ৩১.০৩.২০২১ খ) ২৭.০৭.২০২১ গ) ২১.০১.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
ক্যাশ ক্রেডিট ৪২০১৩০১১০০০০০৬৮	৩০,০০,০০০ টাকা	৩০৮৩৫০৪.০০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১২.৯০ শতাংশ হারে ৩১.০১.২০২১ থেকে
এফআইটিএল ১ - ৪২০১৬৫৭১০০০০০০৭	৪,৫০,০০০ টাকা	১৬৭৭৮২.০০ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৯.২৫ শতাংশ হারে ৩১.০১.২০২১ থেকে
এফআইটিএল ২ - ৪২০১৬৫৮১০০০০০৪৪	১,৭৬,০০০ টাকা	১৭৮২০৯.৫৯ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১১.৯০ শতাংশ হারে ৩১.০১.২০২১ থেকে

ক্রম নং ১৯

Ref : BOI/KATWA/REC/24-25/14 — শাখা - কাটোয়া — তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪

মেসার্স অঙ্কিত এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : গৌতম মুখার্জি, পিতা প্রয়াত সঞ্জীব মুখার্জি, ৬/৬ থানা রোড, লেনিন সরণি, পো : কাটোয়া, থানা : কাটোয়া, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৩০	আইনি বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত শেড অবস্থিত মৌজা : কাটোয়া, থানা : কাটোয়া, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৩, প্লট নং ১৬৮৭, এরিয়া : ০.৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাস্তু, এবং মৌজা কাটোয়া থানা : কাটোয়া, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৩, প্লট নং ১৬৮৮, শ্রেণি বাস্তু, এরিয়া : ২.৫, মোচ (০.৫-২০৫) ৩ ডেসিমেল তদস্থিত দোতলা (একতলা ৫৭৮ বর্গফুট এবং দোতলা ৫৭৮ বর্গফুট মোট (১১৫৬ বর্গফুট) পাকা নির্মাণ। সম্পত্তি শ্রী গৌতম মুখার্জির নামে স্বত্ব দলিল নং ১-৩৯০ -২০১৪ সালের। চৌহদ্দি : উত্তরে : বসবাসের ভবন -শ্রী মহাদেব ব্যানার্জির, পূর্বে : শ্রী সুধীর রায়ের বসবাসের ভবন, দক্ষিণে : পুর সড়ক (থানা রোড), পশ্চিমে : শ্রী নিমাই সাহার ভবন এবং মা কালী মন্দির এবং শ্রী গৌতম মুখার্জি এবং অন্যান্যর এজমালি জমি।	ক) ৩০.০৯.২০১৭ খ) ১৬.১০.২০১৭ গ) ২৬.০৭.২০২৩ **(স্বত্ব দখলীকৃত)**

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
ক্যাশ ক্রেডিট লোন ৪৩৯৭৩০১১০০০০০০৩	২৫,০০,০০০ টাকা	২৬,৯৮,০৮৯.৩৩ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ৩০.০৯.২০১৭ থেকে

ক্রম নং ২০

Ref : BOI/GUS/PS/23-24/01 — শাখা - গুসকারা — তারিখ : ২৭.০৫.২০২৪

শ্রী হোদায়াতুল্লা হাজারি, গ্রাম ডাঙ্গসারা, পো : রায় রামচন্দ্রপুর, থানা: ভাতার, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা ডাঙ্গসারা, জেএল নং ০২, খানা : ভাতার, জেলা : বর্ধমান, মহাতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬০, আরএস খতিয়ান নং ১০৬, এলআর খতিয়ান নং ২৬১, এরিয়া ১ শতক সমান ০.০১ একর বাস্তু জমি এবং তদস্থিত ভবন মহাতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পো : রেরামচন্দ্রপুর,থানা : ভাতার, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮। চৌহদ্দি : উত্তরে : দাউদ হাজারির জমি সম্পত্তি,দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে :বাবুল হাজারির জমি সম্পত্তি, পশ্চিমে : হানিফ হাজারির জমি সম্পত্তি।	ক) ২৮.০৬.২০২২ খ) ১৩.০১.২০২৩ গ) ২২.০৫.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (২৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
সম্পত্তি ঋণ ৩৯০০৬২৬১০০০০০০৬	৫,৬৪,০০০ টাকা	২,৩৮,৩৮৭.০৯ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১০.৬৫ শতাংশ হারে ২৮.০৬.২০২২ থেকে

ক্রম নং ২১

শাখা - গ্রামকুলটি

মেসার্স রূপশ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বত্বা : শ্রী সমীর কৃষ্ণ পাল, কুলটি বাজারের নিকট, গ্রাম এবং পো :গ্রামকুলটি, থানা :কালনা, জেলা :পূর্ব বর্ধমান, পব, ৭১২১৪৬	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ২৮৯ বর্গফুট/০.৪০ কাঠা মোট জমির এরিয়া ০.৯৩ একর/৫৬.২৭ কাঠা থেকে এবং ভবন মৌজা : কুলটি, বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ১৪৬, প্লট নং ১৭৪২, এলআর খতিয়ান নং ১২৩৫। কুলটি বাজারের নিকট, গ্রাম এবং পো : গ্রামকুলটি, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পব ৭১২১৪৬। চৌহদ্দি : উত্তরে : নবী মল্লিকের দোকান, পূর্বে : গোপাল চন্দ্র আড্যর দোকান, দক্ষিণে: এ পি ভট্টাচার্যর দোকান, পশ্চিমে : পাভুয়া-কালনা রোড।	ক) ৩০.০৬.২০১৮ খ) ০৯.০৮.২০১৯ গ) ১৭.০৩.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
ক্যাশ ক্রেডিট	১১,৫০,০০০ টাকা	১১,৮৮,২৩৭.০২ টাকা বকেয়া এবং অপ্রযোজ্য সুদ ১২.৫০ শতাংশ হারে ২১.০৬.২০১৮ থেকে

বাকি অংশ পরবর্তী পাতায় ...

আরামবাগের স্ট্রংরুমে কারচুপির জন্য লোক ঢোকানোর অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আরামবাগ লোকসভার স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলল। তৃণমূলের অভিযোগ, গুজরাটি লোক ঢোকানো হচ্ছে স্ট্রংরুমে। এই সব বহিরাগত লোক ঢুকিয়ে স্ট্রং রুম থেকে ইভিএম মেশিন চুরি অথবা হ্যাক করার পরিকল্পনা করছে বিরোধীরা। এই নিয়ে তারা আরামবাগ মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়। সরাসরি নাম না করলেও তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, এটা বিজেপি পরিকল্পনা করে করছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা নাগাদ আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে আমতলার পিছনের দিকে পাঁচিলে দু'জন ব্যক্তি কালো গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট পরে প্রবেশ করেন বলে দাবি। ওই এলাকার মানুষ দেখে তা নিয়ে হইচই শুরু করে। তারপর এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে ওই এলাকায়। তৃণমূল নেতৃত্ব জানতে পেরে স্ট্রংরুমে ইনচার্জকে জানায়। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মেজর জানার পর স্ট্রংরুমে থাকা প্রতিটি কর্মীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ওঁরা নাকি সত্যতা স্বীকার করেন এবং যে দু'জন ব্যক্তি স্ট্রংরুমে ঢুকেছিলেন তাঁরা গুজরাটি ছিলেন। এই ঘটনা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এরপর থেকে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃনমুল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, 'এই পুরো বিষয়টি প্যান্ডেলের মালিক নাকি খোঁজখবর নিয়ে দেখছেন। আমরাও বিষয়টির ওপর লক্ষ রাখছি।'

সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আরামবাগ মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে বলেন, 'তৃণমূল হতভম্ব হয়ে গিয়েছে, পাগল হয়ে গিয়েছে। কারণ আগেই তৃণমূল বুঝতে পেরেছে ওরা হেরে গিয়েছে। আরামবাগ লোকসভার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়েছে। নিজেদের কমজুরিগুলি চাপা দিতে হলে নেতৃত্বকে কিছু দেখাতে হবে। তাই ভুলভাল বকছে। অতিরিক্ত গরমে আরও ভুল বকছে।' মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা বিষয়টা খতিয়ে দেখছে।

শুটআউট নদিয়ার কল্যাণী সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কল্যাণী সীমান্তে গুলিবিদ্ধ যুবক। ঘটনাটি নদিয়ার কল্যাণী থানার সীমান্ত এলাকার ঘটনা। আহত যুবকের নাম অজয় মাহাতো (৩০)। গুলি ছুঁয়ে যায় স্কুটিচালক আর এক যুবকের। আহত যুবকের বাড়ি কল্যাণী থানার চরজাজিরা এলাকায়। অভিযোগ, স্কুটি করে দু'জন যাচ্ছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে কে বা কারা গুলি চালায়। গুলি লাগে অজয়ের পিঠে। পাশাপাশি স্কুটি চালকের বুকের পাশ দিয়ে আর একটি গুলি ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। আহত যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনাস্থলে আসে কল্যাণী থানার পুলিশ। ঠিক কী কারণে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণী থানার পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ। এ বিষয়ে আহত ব্যক্তির স্ত্রী লিলি মাহাতোর দাবি, 'তাঁর স্বামী মাটির ব্যবসা করতেন। কে বা কারা কেন গুলি চালাল তা বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা পুলিশের কাছে অনুরোধ করব যাতে পুলিশ দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়।' যদিও বিশ্বস্ত সূত্রে খবর অজয় মাহাতো স্থানীয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কল্যাণী সীমান্তে শুটআউটের ঘটনায় মোট তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

Corrigendum

In The "FORM B" published in this newspaper on 19.05.2024, with regard to **BASANT MARKETING LIMITED,** the date of publishing should be read as **19.05.2024, at the bottom.**

All the other particulars remain unchanged. Inconvenience is regretted.

Anal Basu, Liquidator
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742

Date: 30.05.2024
Place: Kolkata

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ ২৪.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার নং.** টিএন-৩৫-২৪-২৫। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনের অধীনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/ শিয়ালদহ-র আওতাধীনে ওয়েল্ডিং অংশের সরবরাহ ও দেখভাল সমেত অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতির দ্বারা রেল জয়েন্ট সমূহর ওয়েল্ডিং; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹২,০৫,৪৬,৪৮৫.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹২,৫২,৭০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। SDAH-70/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সি৮-জিএমইউ-এসএমইউ-এএসএন-২০২৪, আসানসোল, তারিখ ২৮.০৫.২০২৪ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক আসানসোল ডিভিশনে মড্যুলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। যার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ- **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. সিএটিজি-এসএমইউ-২৪-৬। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরী এবং কাজের বিবরণ** যথাক্রমেঃ- **এএ/১;** সিএটিজি-এএসএন-এএসএন-এসএমইউ-৮৪-২৪-২; আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং. ৩-৪-এ সিটিং বেঞ্চ নং ১৯৭-২০০ এবং ২০১-২০৪-এর মধ্যে স্পেশাল মাইনর ইউনিটের অধীনে মড্যুলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। তফসিলি জাতির (এসসি) জন্য সংরক্ষিত, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত; **অকশনের তারিখ/ সময় ০৮.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। (২) অকশন ক্যাটালগ নং. সিএটিজি-জিএমইউ-২৪-৮। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরী এবং কাজের বিবরণ** যথাক্রমেঃ- **এএ/১;** সিএটিজি-এএসএন- ওওয়াইআর-জিএমইউ-২২-২৩-১; ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ১-২-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/২;** সিএটিজি-এএসএন-ডিইউজে- জিএমইউ-১৩-২৪-১; দুবরাজপুর রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ইলেকট্রিক স্টোরের কাছে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৩;** সিএটিজি-এএসএন-কেজেএমই-জিএমইউ- ১৫-২৪-১; কাজোরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ অন্ডাল প্রান্তের দিকে প্ল্যাটফর্ম শেড-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। মহিলাদের জন্য নির্ধারিত। **এএ/৪;** সিএটিজি-এএসএন-ইউকেএ-জিএমইউ-১৪-২৪-১; উখড়া রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ সাঁইথিয়া প্রান্তের দিকে প্ল্যাটফর্ম শেড-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৫;** সিএটিজি-এএসএন-ওওয়াইআর-জিএমইউ-২৩-২৪-১; ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ৩-৪-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৬;** সিএটিজি-এএসএন-ডিইউএমকে-জিএমইউ-৭৫-২৩-১; দুমকা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ২-৩-এ, ফুট ওভারব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম শেডের নিচে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজঃ ১০' x ৬' = ৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৭;** সিএটিজি-এএসএন-সিএএম-জিএমইউ-৬৬-২৪-১; ছোটা আম্বোনা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) আপ প্ল্যাটফর্মে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজ ৬' x ১০'=৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৮;** সিএটিজি-এএসএন-সিএএম-জিএমইউ-৬৭-২৪-১; ছোটা আম্বোনা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) ডাউন প্ল্যাটফর্মে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজ ৬' x ১০'=৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৯;** সিএটিজি-এএসএন-এমএনএই-জিএমইউ-১৬-২৪-১; মানকর রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ডি) প্ল্যাটফর্ম নং. ১-২-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজ ৬' অ ১০'গু৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **ই-অকশনের তারিখ/সময় ঃ এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৯ পর্যন্ত ১২.০৬.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টায়।** সমস্ত সম্ভাব্য টেণ্ডারদাতাদের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখার জন্য এবং প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে উপরে উল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ASN-60/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows:- NIT No.- WBPWD/SEWEC/BRED/NIQ-12/2024-25. Tender ID : 2024_WBPWD_689131_1. **Name of the Work :** Annual Comprehensive Maintenance of the entire E.I works including Operation and Maintenance of Diesel Generator set at Sainthia State General Hospital, under Birbhum Electrical Division, PWD. During the period for- 365 days. Including Holidays. For details see website : **https://etender.wb.nic.in**.

Sd/- Superintending Engineer, P.W.D.
Western Electrical Circle

কেন্দ্র সরকার রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এর সমক্ষে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ(এ) এর বিষয়ে

এবং

ভোডাবক্স ইলেক্ট্রোমেক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN-U31909WB2007PTC114909) যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা: জেএল নং- ২৬, দাগ নং- ২৩৭, খতিয়ান নং- ২৯৫, জগন্নাথপুর, বামুনারি, ডানকুনি, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২২৫০-এর বিষয়ে

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'ছত্তিশগড় রাজ্য' -তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ২০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, (ইস্টার্ন রিজিওন) কাছে নিজাম প্যালেস, ২ - এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে উপরে বর্ণিত ঠিকানায়।

ভোডাবক্স ইলেক্ট্রোমেক প্রাইভেট লিমিটেড
এর পক্ষে এবং জন্যে
স্বা-
দীপক কুমার
ডিরেক্টর
DIN : 07892252

তারিখ: ৩০.০৫.২০২৪
স্থান: বামুনারী

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর....

বৈঙ্ক অফ় ইণ্ডিয়া BOI Bank of India *Relationship beyond banking*

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

সারফেসি আইন অধীনে বিজ্ঞাপিত বিক্রয় নোটিশ

ক্র. নং ২২

Ref : BOI/UKH/24-25/RR/01 — **শাখা- উখরা** — **তারিখ: ১৭.০৫.২০২৪**

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ/ বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) এনপিএ তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
শ্রীমতী শিখা তেওয়ারি (ঋণগ্রহীতা), স্বামী- উত্তম তেওয়ারি গ্রাম ও পোস্ট- উখরা জেলা- পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৬৩ **শ্রী সুমন তেওয়ারি (সহ ঋণগ্রহীতা),** পিতা- উত্তম তেওয়ারী গ্রাম ও পোস্ট-উখরা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩৬৩	মৌজা-উখরায় উখরা বাজারের এন.এস.বি. রোডের সাথে সংযুক্ত ৬ ফুট চওড়া কংক্রিট প্যাসেজের প্রথম প্লট দ্বারা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া উখরা শাখার কাছে চাঁচনী, মাঝিপাড়ায় ২.১১ কাঠা জমি ও বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং-১৮, খতিয়ান নং- ৫৯৮১, প্লট নং - ১৬৪৬, পোস্ট- উখরা, বিএল এন্ড এলআরও-অন্ডাল, এএসএসআর- রাণীগঞ্জ -এর এক্তিয়ারের মধ্যে এবং পঞ্চায়েত উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩৩৬৩ **সীমানা:** উত্তরে- ৬ ফুট প্রশস্ত রোডে, পূর্বে - হরবচন সিং-এর বাড়ি, দক্ষিণে- মিস্টার মিলানের বাড়ি, পশ্চিমে- সিন্ধু বার্নওয়ালের বাড়ি দ্বারা।	ক) ২৬.০২.২০২৩ খ) ০৯.০৯.২০২৩ গ) ১৩.০২.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ৪৩৮৯৭৫১১০০০০০৪১	১৪,০০,০০০/- টাকা	১৩,৭৮,৯৯১.০০ টাকা বকেয়া + ২৬-০২-২০২৩ থেকে @ ১০.৫০% চার্জ না করা সুদ

ক্র. নং ২৩

শাখা- গ্রামকুলটি

শ্রী অভিজিৎ ঘোষ গ্রাম- পাথরঘাটা, পোস্ট- বোহরকুলি, থানা-কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ- ৭১২১৪৬	পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মৌজা- পাথরঘাটা, জেএল নং ২০৬, প্লট নং ২৪৩০, খতিয়ান নং ১৬৫৬, গ্রাম- পাথরঘাটা, পোস্ট - পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ - ৭১২১৪৬ -তে ২.০ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমি ও বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সীমানা:** উত্তরে- কেষ্ট কুমারের বাড়ি, পূর্বে- ৮'০০" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে - নিমাই ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে- নিতাই ঘোষের সম্পত্তি।	ক) ২৮.০৬.২০২৩ খ) ২৩.০৮.২০২৩ গ) ১৯.০১.২০২৪

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ৪২৩৮৭৫১১০০০০০৫২	৭,০০,০০০/- টাকা	৬,৫৩,৯৫৮.০০ টাকা বকেয়া + ২৯-০৫-২০২৩ থেকে @ ৮.৮৫% চার্জ না করা সুদ
কেসিসি ৪২৩৮৩২১১০০০১৭৭১	৩৫,০০০/- টাকা	৩৩,৫৮৭.২৩ বকেয়া টাকা + ৩১-০৩-২০২৩ থেকে @ ৯.১৫% চার্জ না করা সুদ

ক্র. নং ২৪

Ref : BARD/DHAT/2024-25/ — **শাখা- ধাত্রীগ্রাম** — **তারিখ: ১৬.০৫.২০২৪**

শম্ভু বসাক, পিতা- গণেশ বসাক, গ্রাম ও পোস্ট- ধাত্রীগ্রাম জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৫	প্লট নং ২০৭৫, খতিয়ান নং ৪৩৮৯ গ্রাম ও পোস্ট - ধাত্রীগ্রাম, ধাত্রীগ্রাম মৌজায় জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার জেএল নং- ৮৭, থানা- কালনা, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩৪০৫। **সীমানা:** উত্তরে- ৫ ফুট রোডে, পূর্বে- জয়মঙ্গল বসাকের সম্পত্তি, দক্ষিণে- সাধনা নাগের সম্পত্তি, পশ্চিমে- প্রস্তাবিত সড়ক।	ক) ২৮.০৮.২০২২ খ) ০১.১২.২০২২ গ) ১০.০২.২০২৩

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
ক্যাশ ক্রেডিট ৪২০২৩০১১০০০০৩৫৭	৮,০০,০০০/- টাকা	৮,০৮,৯০৯.৮২ টাকা (১৬.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) এর উপর ২০.০৮.২০২২ থেকে আরও সুদ বার্ষিক @ ১১.৩৫% চক্রবৃদ্ধি মাসিক অবশিষ্ট এবং বার্ষিক ২.০০% এর উপরে এবং তার উপরে শাস্তিমূলক সুদ সহ ।
এফআইটিএল- ৪২০২৬৫৭১০০০০০৩৫	৭২,০০০/- টাকা	৮,২৮২.৭১/- টাকা (১৬.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) তার উপর বার্ষিক @ ৯.২৫% ৩০.০৭.২০২২ থেকে আরও সুদ চক্রবৃদ্ধি মাসিক অবশিষ্ট এবং বার্ষিক ২.০০% এর উপরে এবং তার উপরে শাস্তিমূলক সুদ সহ ।

ক্র. নং ২৫

Ref : BOI/SK/REC/24-25//1 — **শাখা- বার্নপুর** — **তারিখ: ১৭.০৫.২০২৪**

মহঃ রশিদ, পিতা- ওয়াসিম আহমেদ, প্রীতি অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- ১০৩, হাটন রোড, পাঠক বাড়ি, হাটন রোড মসজিদের কাছে, আসানসোল-৭১৩৩০১	১২০০ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার প্রিমিসেস নং- প্রীতি অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- ১০৩, হাটন রোড, পাঠক বাড়ি, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩৩০১, জেএল নং-২০, আরএস প্লট নম্বর- ৭৬২১, ৭৬২৩ এবং ৭৬২৫, আরএস খাতিয়ান নম্বর ৯২৭৯, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে। **সীমানা:** উত্তরে- মোঃ ইবরার এবং অন্যদের বাড়ি, পূর্বে- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- অন্যদের বিল্ডিং, পশ্চিমে- ডঃ এমএন সাহা রোড দ্বারা ।	ক) ২৮.০৮.২০২২ খ) ২৯.০৮.২০২২ গ) ২১.১২.২০২২

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ (১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী)
গৃহ ঋণ ১ - ৪২৩৪৭৫১১০০০২৬৭	২৯,১৭,০০০.০০ টাকা	২৯,৩৭,৮৯৯.৮২/- টাকা বকেয়া + ২৮-০৮-২০২২ থেকে @ ১০.২৫% চার্জ না করা সুদ
ব্যক্তিগত ঋণ ৪২৩৪৬০২১০০০০৫৯৭	৪,৩৭,০০০.০০ টাকা	৪,২৩,৭৪৫.০০/- টাকা বকেয়া + ২৮-০৮-২০২২ থেকে @ ১০.৩৫% চার্জ না করা সুদ

অনুগ্রহ করে অবহিত হোন যে ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি সারফেইয়েসি আইনের বিধানের অধীনে https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp -এর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর বিধান সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার উপলব্ধ সময় এর ব্যাপারে।

তারিখ: ৩০.০৫.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN - L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস : হায়াৎ রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (৪র্থ ত্রৈমাসিক) এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়, প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১)	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৩৬১.২৬	১০,৮৪৬.৮২	২,৮১০.৮৪
২)	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য ব্যতিক্রমী দফা ও কর পূর্ব	২,৫৮৮.৫৮	৩,৪৩৮.১৫	৮০৫.৯৭
৩)	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (বিশেষ দফা পরবর্তী)	২,৫৮৮.৫৮	৪,২৫৩.৬৯	৮০৫.৯৭
৪)	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,৯২৭.৬৫	৩,১৭০.৭২	৫৭১.৯৬
৫)	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	১,৯১৯.৩২	৩,১৬৯.৫৪	৫৭২.৩৫
৬)	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭
৭)	অন্যান্য ইক্যুইটি (উর্দ্ধর্তপত্রে প্রদর্শিত পূর্ববর্তী বছরের পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	২১,২৯৯.৫৪	২১,২৯৯.৫৪	১৮,৫৬২.৩০
৮)	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য বিশেষ কার্যাদি পরবর্তী (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)			
	মূল :	১১.১৫	১৮.৩৪	৩.৩১
	মিশ্রিত :	১১.১৫	১৮.৩৪	৩.৩১

দ্রষ্টব্য -

১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মূল তথ্য নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন		
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৩৬১.২৭	১০,৮৪৬.৮২	২,৮১০.৮৪
নিট লাভ / (ক্ষতি) করপূর্ব সময়কালের জন্য	২,১৮৩.৭৭	৩,৮৫৪.৪৪	৮০৭.৪২
নিট লাভ / (ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য	১,৬২৫.১৫	২,৮৭৩.৭৮	৫৭৩.৪২
মোট ব্যাপক আয়	১,৬১৬.৮১	২,৮৭২.৫৯	৫৭৩.১৩

২. উপরোক্তটি সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (৪র্থ ত্রৈমাসিক) এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ: www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ahleast.com -তে পাওয়া যায়।

৩. ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (৪র্থ ত্রৈমাসিক) এবং বছরের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং তারপরে ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালকদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের জন্য পরিসংখ্যান পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ মে, ২০২৪

ASHIANA HOUSING LIMITED

Regd. Off. : 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700071
Head off. : 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi - 110017, Telephone number : 011-4265 4265
E-mail : investorrelations@ashianahousing.com, Website : www.ashianahousing.com
CIN : L70109WB1986PLC040864

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

(INR in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income From Operations	28,365	10,295	89,761	36,500	29,696	11,694	96,652	42,519
2	Net Profit/(Loss) For The Period (Before Tax, Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,452	1,085	10,406	3,236	2,478	1,145	10,777	3,432
3	Net Profit/(Loss) For The Period Before Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,452	1,085	10,406	3,236	2,478	1,145	10,777	3,432
4	Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	1,735	933	8,020	2,706	1,738	1,038	8,340	2,788
5	Total Comprehensive Income For The Period [Comprising Profit / (Loss) For The Period (After Tax) And Other Comprehensive Income (After Tax)]	1,746	953	8,081	2,782	1,745	1,051	8,424	2,878
6	Equity Share Capital	2,010	2,047	2,010	2,047	2,010	2,047	2,010	2,047
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves, Securities Premium Account & Capital Redemption Reserve)	60,690	54,384	60,690	54,384	60,614	53,965	60,614	53,965
8	Securities Premium Account	14,359	19,958	14,359	19,958	14,359	19,958	14,359	19,958
9	Networth	77,096	76,389	77,096	76,389	77,020	75,970	77,020	75,970
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	12,925	12,763	12,925	12,763	12,925	12,763	12,925	12,763
11	Debt Equity Ratio	0.19	0.24	0.19	0.24	0.19	0.24	0.19	0.24
12	Earnings Per Share (Of Rs. 2/- Each) (For Continuing & Discontinued Operations)- Basic And Diluted	1.73	0.93	7.99	2.72	1.72	1.03	8.33	2.81
13	Debenture Redemption Reserve/ Capital Redemption Reserve*	37	NA	37	NA	37	NA	37	NA
14	Debt Service Coverage Ratio	1.22	0.81	3.24	1.35	1.23	0.82	3.34	1.39
15	Interest Service Coverage Ratio	6.79	1.76	6.66	2.20	6.85	1.80	6.85	2.26
16	Security Cover available	6.29	5.25	6.29	5.25	6.63	5.47	6.63	5.47
17	Current Ratio	1.56	1.68	1.56	1.68	1.57	1.69	1.57	1.69
18	Long Term Debt to Working Capital Ratio	0.16	0.21	0.16	0.21	0.16	0.20	0.16	0.20
19	Bad Debts to Accounts Receivable Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Current Liability Ratio	0.91	0.87	0.91	0.87	0.88	0.85	0.88	0.85
21	Total Debts to Total Assets Ratio	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08
22	Debtors Turnover Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Inventory Turnover Ratio	0.44	0.17	0.44	0.17	0.47	0.20	0.47	0.20
24	Operating Margin (%)	10.14%	24.40%	13.64%	16.28%	9.77%	22.01%	13.06%	14.46%
25	Net Profit Margin (%)	6.12%	9.06%	8.93%	7.41%	5.85%	8.87%	8.63%	6.56%

Notes :

1) The Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and year ended as on 31st March, 2024 have been reviewed by the Audit Committee in it's meeting held on 27th May 2024, and approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th May, 2024.

2) The above results are an extract of the detailed format of the Financial Results for Quarter and year ended on 31st March, 2024 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results, standalone and consolidated, are available on the stock exchange website(s) NSE **www.nseindia.com**, BSE **www.bseindia.com** and on Company's website **www.ashianahousing.com**

3) All the line items referred in Regulation 52(4) and 54(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been reproduced here.

4) These results have been prepared in accordance with IND AS as per prescribed under Companies Act, 2013.

* The requirement for creating Debenture Redemption Reserve is not applicable on the company as per MCA notification number G.S.R. 574 (E) dated 16th August 2019. Further, maintenance of Capital Redemption Reserve is not applicable on the company.

The Company has not issued any preference shares.

For and on Behalf of the Board
Ashiana Housing Limited

Place : New Delhi
Date : 28th May, 2024

Varun Gupta
(Whole Time Director)

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 347, KOLKATA, THURSDAY
30 MAY 2024, PAGE 8

তবে কি গম্ভীরই হচ্ছেন রোহিত-কোহলিদের কোচ!

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাকতালীয় কিংবা যা খুশি বলতে পারেন। এটা সত্যি, কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে বিভিন্ন সময়ে কাজ করা কোচ ও মেন্টররা বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোর কাঙ্ক্ষিত মুখ। ২০১২ ও ২০১৪ সালে কোচ হিসেবে কলকাতাকে দুটি আইপিএল শিরোপা জেতান ট্রেভর বেলিস। তারপর ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) থেকে দুই দফা প্রস্তাব পাওয়ার পর ইংল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নিতে রাজি হন এই অস্ট্রেলিয়ান। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ক্রিকবাজ'কে এক সূত্র বেলিসের সেই নিয়োগ নিয়ে বলেছেন, 'প্রস্তাবটি এতটাই ভালো ছিল যে না করা যায় না। বেলিসও তাতে রাজি হন।'

ম্যাথু মটের প্রসঙ্গও টানতে পারেন। কলকাতার সহকারী কোচের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকেও সাদা বলের সংস্করণে ইংল্যান্ডের কোচ বানিয়েছে ইসিবি। স্থানীয় সময় ২ জুন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জস বাটলারদের সঙ্গেই থাকবেন মট। ব্রেন্ডন ম্যাককালামকেও মনে পড়তে পারে। ২০১৯ সালে কলকাতার প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কিউই কিংবদন্তিও দুই বছর পর লাল বলের সংস্করণে ইংল্যান্ডের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন।

এবার সম্ভবত গৌতম গম্ভীরের পালা। ভারতের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই ওপেনার এবার কলকাতার আইপিএল জয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন। ভারতের ছেলেদের জাতীয় দলের প্রধান কোচ হওয়ার দৌড়ে গম্ভীর এগিয়ে;এই গুঞ্জন চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে ভারতের বর্তমান প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদও শেষ হবে। এরই মধ্যে নতুন কোচ পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, বিরাট কোহলিদের কোচ নির্বাচনে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক প্যানেল একটি কথা মাথায় রাখছে। সেটি হলো, নতুন কোচ যা-ই করুন না কেন, সেটি 'দেশের জন্য করতে হবে'। আর এ বিষয়ে বিসিসিআই ও গম্ভীরের চিন্তাভাবনাও নাকি একই, 'আমাদের অবশ্যই দেশের জন্য করতে হবে।' ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বিসিসিআই সচিব জয় শাহর সঙ্গে সাক্ষাতে এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচনা করেছেন গম্ভীর।

গম্ভীর এ মুহূর্তে সব দিক বিবেচনা করছেন বলে জানিয়েছে ক্রিকবাজ। টিভিতে ক্রিকেট বিশ্লেষক হিসেবে সুনাম কামিয়েছেন। কোচ ও মেন্টর হিসেবেও গম্ভীর বেশ সফল। অর্থাৎ ৪২ বছর বয়সী গম্ভীরের সামনে অনেক রকম সুযোগই খোলা আছে। ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিলে গম্ভীর স্বাভাবিকভাবেই অন্য কোথাও মনোযোগ দিতে পারবেন না। কিন্তু অন্য ভূমিকায় তা পারবেন।

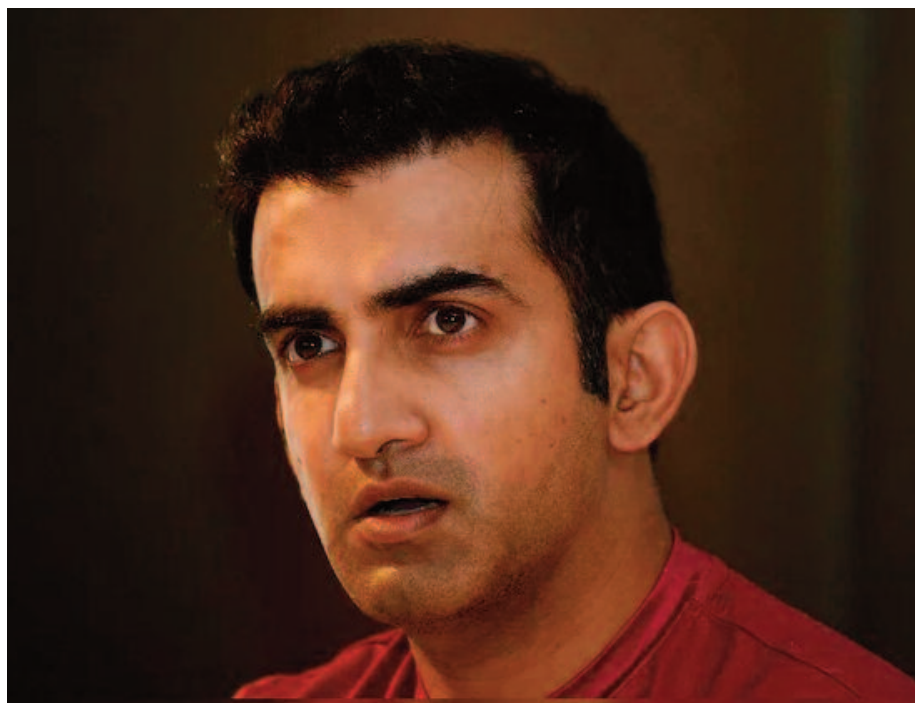

ঝামেলা আছে আরও। ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে বছরে প্রায় ১০ মাসই ভ্রমণ করতে হবে। এদিকে গম্ভীর কলকাতার মেন্টরের দায়িত্ব নিয়ে দুই মাসের মধ্যে পাঁচবার ছুটি নিয়েছেন। কিন্তু ভারতের কোচ হওয়ার আবেদনের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব নেওয়ার তুলনা চলে না। আর এমন নয় যে ভারতের কোচের দায়িত্ব পালনের পর গম্ভীর আর কখনো নাইটদের ডেরায় ফিরতে পারবেন না।

ক্রিকবাজ জানিয়েছে, গম্ভীর তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের জানিয়েছেন, ভারতের কোচের দায়িত্বটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। ১৭ মে ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছিল, ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে বিসিসিআইয়ের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে গম্ভীর। গম্ভীর যে ভারতের কোচের দায়িত্বটি নিতে পারেন, সেটি নাকি কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহমালিক শাহরুখ খানও জানেন। গতকাল ছিল ভারতের কোচ পদে আবেদনের শেষ দিন। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, গম্ভীরের আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও দুই পক্ষ এ বিষয়ে এখনো কিছুই নিশ্চিত করেনি।

বিসিসিআইয়ের উচ্চ মহলের ঘনিষ্ঠ আইপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মালিক ক্রিকবাজকে জানিয়েছেন, গম্ভীরের ভারতের কোচ হওয়া চূড়ান্ত। এ নিয়ে সব প্রক্রিয়া নাকি এরই মধ্যে শেষও হয়ে গেছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই বাকি। একজন হাই প্রোফাইল ধারাভাষ্যকারও জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যেহেতু এখনো হয়নি, তার অর্থ হলো দুই পক্ষই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্টার্ক পান ২৪ কোটি, রিংকু ৫৫ লাখেই সন্তুষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টিতে রিংকু সিং কী করতে পারেন, তা সবারই জানা। গত আইপিএলেই ৫ বলে পাঁচ ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়েছেন। ভারত জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকও হয়েছে গত বছরের আগস্টে। মোটামুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ভারতের অন্যতম সেরা ফিনিশার হিসেবেও বিবেচনা করা হয় রিংকুকে। আইপিএল নিলামে তাঁর দাম কত হতে পারে বলুন তো? ২০২২ আইপিএল নিলামে কলকাতা তাঁকে ৫৫ লাখ টাকাতে দলে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু অঙ্কটি যে তাঁর সামর্থ্যের সুবিচার করে না, সেটিও সবার জানা। রিংকুকে এখন আইপিএল নিলামে তোলা হলে ১০ কোটি টাকাতেও হয়তো হবে না! তাঁকে দলে নিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে হয়তো এর চেয়েও বেশি টাকা খরচ করতে হবে। তবে এবারের আইপিএল শিরোপা জিতলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স অতটা ভালো ছিল না ২৬ বছর বয়সী এ ব্যাটসম্যানের। ১৪ ম্যাচে ১৮.৬৭ গড়ে করেছেন ১৬৮ রান।

কিন্তু রিংকুর সামর্থ্য জানা বলেই গত বছর আগস্টে তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষিক্ত করেছে বিসিসিআই। আছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের রিজার্ভ খেলোয়াড়ের তালিকায়। কেউ কেউ তাঁর মূল স্কোয়াডে না থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। টি-টোয়েন্টিতে যেহেতু তাঁকে ভারতের অন্যতম সেরা ফিনিশার হিসেবে দেখা হয়, তাই আইপিএলে তাকিয়ে একটি বিষয়ে খটকা লাগতেই পারে।

কলকাতায় রিংকুরই সতীর্থ অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল স্টার্কের আয় ২৪.৭৫ কোটি টাকা। গত নিলামে তাঁকে এই দামে কিনেছে কলকাতা। অথচ রিংকু পান কিনা মাত্র ৫৫ লাখ টাকা!

রিংকু নিজে এ নিয়ে কি ভাবেন? ভারতের সংবাদমাধ্যম 'দৈনিক জাগরণ'কে রিংকু এ নিয়ে যা বলেছেন, তা শুনলে চমকে যেতে পারেন, '৫০-৫৫ লাখ টাকাই অনেক। শুরুতে কখনো ভাবিনি এত আয় করতে পারব। তখন তো ছোট ছিলাম। এমনকি ৫-১০ টাকা পেলেই বর্তে যেতাম। এখন ৫৫ লাখ পাই, যেটা অনেক। সৃষ্টিকর্তা যা দিচ্ছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'

রিংকু এরপর সোজাসাপ্টাই বলেছেন, 'আমার এত পাওয়া উচিত ছিল;কখনো এমন ভাবনা ভাবি না। ৫৫ লাখ টাকা নিয়েই আমি অনেক সন্তুষ্ট। যখন এই টাকাটাও ছিল না, তখন টাকার গুরুত্ব বুঝেছি।'

টাকার পিছু ছোটা নিজের লক্ষ্য নয় বলে জানিয়েছেন রিংকু, 'সত্যিটা হলো (দুনিয়ার) এ সবকিছুই মায়ার বিভ্রম। আপনি সঙ্গে করে কিছু আনেননি। যাওয়ার সময়ও কোনো কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন না। সময় কখন পাল্টে যাবে, সেটা আমরা কেউ জানি না। আমি তো মনে করি, যে পথ দিয়ে এসেছি, সেই পথেই চলে যাব। তাই বিনয়ী থাকাই ভালো।'

নিজস্বী তুলতে গিয়ে মহিলা সমর্থকের অস্বস্তিকর প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। দু'টি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। সিরিজে পিছিয়েও রয়েছে পাকিস্তান। এর মধ্যেই অলরাউন্ডার শাদাব খানকে পড়তে হল অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনে। এক মহিলা ভক্ত সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কেন তিনি এত ছয় হজম করছেন।

সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে সমর্থকদের সঙ্গে নিজস্বী তুলতে দেখা গিয়েছে

শাদাবকে। সেই ভিড়ে ছিলেন এক মহিলা সমর্থকও। তিনি হঠাৎই শাদাবকে প্রশ্ন করেন ছয় খাওয়ার প্রবণতা নিয়ে। ওই সমর্থক বলেন, তআপনি এত ছয় হজম করছেন কেন? তাড়াতাড়ি ফর্মে ফিরুন। আপনাকে তো উইকেট নিতে হবে।দ মুহূর্তের জন্য শাদাব চমকে গেলেও পর ক্ষণেই পরিস্থিতি সামাল দেন। মৃদু হেসে ওই সমর্থককে আশ্বস্ত করেন।

তবে এটা ঠিকই, ইংল্যান্ডের মাটিতে বল হাতে একেবারেই সাফল্য পাচ্ছেন না শাদাব। প্রাক্তন ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি কথা বলেছেন শাদাবের অফ ফর্ম নিয়ে। পাকিস্তানের একটি ওয়েবসাইটে আফ্রিদি বলেছেন, তআমি চাই শাদাব বল হাতে পাকিস্তানকে জেতাক। যখনই ও সেটা করেছে পাকিস্তান জিতেছে। অতীতে ওর প্রায় সব ম্যাচ দেখেছি। গত কালই ওর সঙ্গে অনেক ক্ষণ কথা হল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে ওকে কোচিং করাচ্ছে। এমন কিছু রয়েছে কি না যেটা ও করতে পারছে না। আসলে এত ভুল করার পরেও কেউ ওকে শুধরে না দিলে সেটা খুব খারাপ।

লিভারপুল সমর্থকদের মাঝে ফিরে কান্নায় ভাসলেন ক্লপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯ মে আনুষ্ঠানিকভাবে লিভারপুল ছাড়েন ইয়ুর্গেন ক্লপ। কিন্তু ক্লপের বিদায়ের রেশ যেন শেষই হচ্ছে না। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে এক বিদায়ী অনুষ্ঠানে ভক্তদের স্লোগানের মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়েন সাবেক এই লিভারপুল কোচ।

২০১৫ সালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ছেড়ে লিভারপুলের দায়িত্ব নেন ক্লপ। তাঁর হাত ধরেই লম্বা সময়ের ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়ায় অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। ক্লপের অধীন প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগসহ সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতে নেয় লিভারপুল। এরপর গত জানুয়ারিতে আকস্মিকভাবে মৌসুম শেষে লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দেন ক্লপ। বিদায়ের কারণ হিসেবে ক্লান্তি এবং প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

এরপর ১৯ মে শেষ লিগ ম্যাচের মধ্য দিয়ে লিভারপুলকে বিদায়ও জানান এই জার্মান কোচ। বিদায়ের পর গতকাল রাতে স্ত্রী উলাকে নিয়ে একটি প্রাইভেট জেটে আবার লিভারপুল ফিরে আসেন তিনি। লিভারপুলের এম অ্যান্ড এস ব্যাংক অ্যারেনায় আয়োজিত 'এন ইভিনিং উইথ ইয়ুর্গেন ক্লপ' অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তাঁর এই ফিরে আসা।

এই অনুষ্ঠানে সমর্থকেরা লিভারপুলের হয়ে ক্লপের অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়। কমেডিয়ান জন বিশপের সঞ্চালনায় হওয়া এই অনুষ্ঠানে সমর্থকদের আবেগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অশ্রুসিক্ত হয়েছে ক্লপ নিজেও।

সমর্থকেরা যখন ক্লপের উদ্দেশে স্লোগান দিতে দিতে হাততালি দিচ্ছিলেন, তখন একপর্যায়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান ক্লপ।

শুরুতে বুকে এক হাত রেখে অন্য হাত উঁচিয়ে ধরেন এবং একটু পর ম্যাচ শেষে যেভাবে শূন্যে মুষ্টি ছুড়ে উদ্‌যাপন করতেন, সেটির পুনরাবৃত্তি করে দেখান। সে সময় ভক্ত-সমর্থকদের চিৎকারে পুরো এলাকা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। একটু পর অবশ্য হাততালি দিতে দিতে ফের নিজের আসনে বসে পড়েন তিনি। এ অনুষ্ঠানে ক্লপ বলেন, উলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের পর তাঁর জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত হলো লিভারপুলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

ম্যাক্সওয়েলের প্রতি রানে বেঙ্গালুরুর খরচ ২১ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএল কী দেখেনি!

সর্বোচ্চ ছক্কা, সর্বোচ্চ চার, ওভারপ্রতি সর্বোচ্চ রান;সবকিছুই দেখেছে এবারের আইপিএল। সদ্য শেষ হওয়া এই আইপিএলে ব্যাটসম্যানরা যেভাবে বোলারদের ওপর দাপট দেখিয়েছেন, এর আগে এমন হয়নি একবারও। তবে মুদ্রার অন্য পিঠও আছে।

এমন এক টুর্নামেন্টেও কিছু ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা রান করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। এতটাই ব্যর্থ হয়েছেন যে তাঁদের দামের সঙ্গে যদি রানের তুলনা দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিটি রানের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে গুনতে হয়েছে লাখ লাখ টাকা!

এই যেমন অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এবারের আইপিএলে ম্যাক্সওয়েলের কী হয়েছিল, সেটা বোধ হয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একটা মৌসুম তো খারাপ যেতেই পারে, তাই বলে এমন! ম্যাক্সওয়েল এবারের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ৯ ইনিংসে করেছেন ৫২ রান (এর মধ্যে এক ইনিংসেই ২৮);গড় ৫.৭৭! ম্যাক্সওয়েলের দাম ১১ কোটি টাকা; এই হিসাবে তাঁর প্রতিটি রানের জন্য বেঙ্গালুরুর খরচ হয়েছে ২১.১৫ লাখ টাকা।

লক্ষ্ণৌর দেবদূত পাডিক্কালের দাম ৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। পাডিক্কাল এবারের আইপিএলে ৭ ম্যাচে রান করেছেন মাত্র ৩৮;গড় ৫.৪৩। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ২০.৩৯ লাখ টাকা। কলকাতার নিতিশ রানা এই তালিকায় তৃতীয়। তবে তাতে তাঁর দায় সামান্যই। চোটের কারণে বেশির ভাগ ম্যাচেই খেলতে পারেননি। ৮ কোটি টাকার নিতিশ ম্যাচ খেলেছেন ২টি, রান করেছেন ৩৩। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ১৯ লাখ টাকা।

ভারতের হয়ে এখনো অভিষেক না হওয়া শুভাম দুবেকে কিনতে ৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা খরচ করেছিল রাজস্থান রয়্যালস। তবে তাঁকে কাজে লাগাতে পারেনি রাজস্থান। দুবে মাত্র ৩ ইনিংস ব্যাটিং করে রান করতে পেরেছেন ৩৩। সেই হিসাবে তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ১৭.৫৭ লাখ টাকা।

চেন্নাই সুপার কিংস এবার ৮ কোটি ৪০ লাখ টাকাতে দলে নিয়েছিল সামির রিজভিকে। তবে নিজের খেলা প্রথম মৌসুমে সেই অর্থে তেমন কিছুই করতে পারেননি রিজভি। ৫ ইনিংস ব্যাটিং করে রান করেছিলেন মাত্র ৫১। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে প্রতি ১ রানের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিকে গুনতে হয়েছে ১৬.৪৭ লাখ টাকা করে।

আবার উল্টো হিসাবটাও করা যায়। অল্প খরচে এবার কাদের কাছ থেকে রান পেয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো? এমন একটা তালিকা করলে সবার ওপরে থাকবে গুজরাট টাইটানসের সাই সুদর্শন। মাত্র ২০ লাখ টাকার এই ক্রিকেটার রান করেছেন ৫২৭।

অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি রানের পেছনে গুজরাটের খরচ হয়েছে মাত্র ৩৭৯৫ টাকা। পাঞ্জাব কিংসের শশাঙ্ক সিংয়ের মূল্যও ছিল ২০ লাখ টাকা। এই ব্যাটসম্যান এবারের আইপিএলে করেছেন ৩৫৪ রান। তাতে তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ৫৬৪৯ টাকা করে। আইপিএলে আলোড়ন তোলা জ্যাক ফ্রেসার ম্যাগার্কের মূল্যও ছিল ২০ লাখ টাকা।

এবারের আইপিএলে ফ্রেসার ম্যাগার্কের ব্যাট থেকে এসেছে ৩৩০ রান। তাঁর প্রতিটি রানের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের খরচ হয়েছে ৬০৬০ টাকা করে। তালিকার পরের দুজন ২০ লাখ টাকার আরও দুই ক্রিকেটার অভিষেক পোরেল ও নিতিশ রেড্ডি। দিল্লির হয়ে ৩২৭ রান করা অভিষেকের রানপ্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজির খরচ ৬১১৬ আর হায়দরাবাদের হয়ে ৩০৩ রান করা নিতিশের রানপ্রতি মূল্য ৬৬০০ টাকা।

বিশ্বকাপ জয়ের হ্যাটট্রিক? স্বপ্ন দেখছে আন্দ্রে রাসেলের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে (২০২২ সালে) যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এক দিনের বিশ্বকাপেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তারা। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ হিসাবে খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে দলের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ক্যারিবিয়ান কোচ ড্যারেন স্যামি।

স্যামি এক সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই দু'বার টি-টোয়েন্টি (২০১২ এবং ২০১৬) বিশ্বকাপ জিতেছিল দল। তিনি বলেন, তটি-টোয়েন্টি দলকে নিয়ে আমরা গত বছর থেকে কাজ করছি। যে সব ক্রিকেটারকে আমরা খুঁজে বার করেছি, তারাই এখন ম্যাচ জেতাচ্ছে। আমার মনে হয় এ বারের প্রতিযোগিতায় আমরা পুরো বিশ্বকে নাড়িয়ে দেব।দ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ বছর নিজেদের ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলছে। সেটা দলের জন্য বাড়তি চাপের হতে পারে। ২০০৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে ব্র্যায়ান লারা ছিলেন দলে। তার পরেও ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু এ বারের দলকে নিয়ে আশাবাদী কোর্টলি অ্যাম্ব্রস। প্রাক্তন পেসার ২০১৬ সালে দলের বোলিং কোচ ছিলেন। সেই বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ক্যারবিয়ান দল। তিনি বলেন, বিশ্বকাপ জেতা সহজ

নয়। কিন্তু আমরাই দু'বার বিশ্বকাপ জিতেছি। দু'একটা দলই এই সাফল্য পেয়েছে। আমরা তৃতীয় বার বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টা করব। আর কোনও দল ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। সেটাও আমাদের কাছে বাড়তি অনুপ্রেরণার।

গত বছর বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু এ বারের দল অন্যরকম বলে মনে করছেন অ্যাম্ব্রস। তিনি বলেন, তছেলেরা যদি ধারাবাহিকতা দেখাতে পারে এবং বুদ্ধি দিয়ে ক্রিকেট খেলে, তা হলে আমি বিশ্বাস করি এই দল ট্রফি জিততে পারে।

আইপিএলেও ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারেরা সাফল্য পেয়েছেন। ফলে দলকে নিয়ে আশা রাখছেন সমর্থকেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তারা টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই সাফল্য বাড়তি অনুপ্রেরণা দেবে দলকে।

২ জুন থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই দিন পাপুয়া নিউ গিনির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ সি-তে রয়েছে তারা। সেই গ্রুপে রয়েছে আফগানিস্তান, উগান্ডা এবং নিউ জিল্যান্ড।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**